# ফয়যানে মদীনা

মে ২০২৩


১. তাফসীরে কুরআনে করীম
অপরাধীদের ডাকা হয়েছে

২. এসো বাচ্চারা
হাদীসে রাসূল শুনি

৩. দারুল ইফতা
আহলে সুন্নাত

৪. আম্বিয়া কেরামের ঘটনা
হযরত সায়্যিদুনা দানিয়াল عليه السلام

৫. ব্যবসায়ীদের জন্য
ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা

৬. ইসলাম ও নারী
নিজের স্বামীকে সঙ্গ দিন!

৭. অক্ষর সাজান


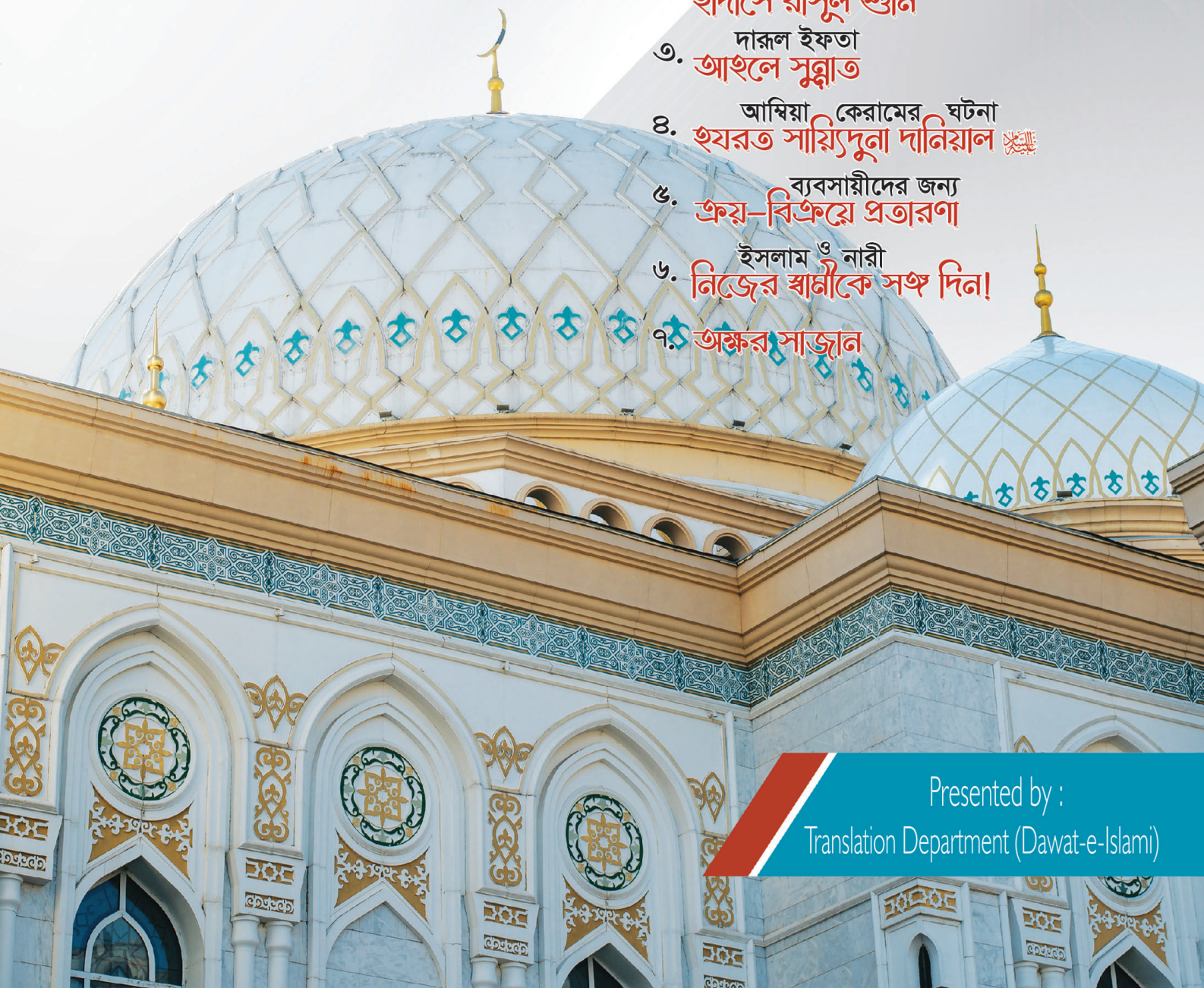


Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

# ফয়যানে মদীনা

মে ২০২৩

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন

# অপরাধীদের ডাকা হয়েছে

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে। (পারা ৫, নিসা, ৬৪)

**তাফসীর:** এই আয়াত গুনাহগারদের জন্য আশ্রয়, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য ভরসা, ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের জন্য সুপারিশের সুসংবাদ প্রদান এবং হতাশাগ্রস্তদের জন্য রহমতের শীতল বাতাস স্বরূপ। আয়াতে আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সুপারিশ লাভের পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, যদি সে গুনাহ করে নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করে বসে, তখন হে হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা যদি আপনার খেদমতে আসে, রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়, গুনাহগার এখানে আসে আর দয়াময় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা লাভের জন্য, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করে আর রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য সুপারিশ করলে তখন অবশ্যই ঐ লোকদেরকে দয়া ও ক্ষমা দ্বারা ধন্য করা হবে আর পুতঃ পবিত্র সুপারিশকারী ও পবিত্রকারী নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে এসে সে নিজেও গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে গেছে।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক সুন্দর বিষয় বর্ণনা করেছেন, যেমনিভাবে তিনি লিখেন: বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর (নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওবা ইস্তিগফার করার, আল্লাহ পাক তো সব জায়গা থেকে শুনেন, তাঁর ইলম, তাঁর শ্রবণশক্তি, তাঁর দৃষ্টিশক্তি সব জায়গায় একই সমান, কিন্তু নির্দেশ এটা দেয়া হয়েছে যে, আমার নিকট তাওবা করতে চাও তাহলে আমার মাহবুবের দরবারে উপস্থিত

আপনার খেদমতে আসে, রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়, গুনাহগার এখানে আসে আর দয়াময় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা লাভের জন্য, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করে আর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য সুপারিশ করলে তখন অবশ্যই ঐ লোকদেরকে দয়া ও ক্ষমা দ্বারা ধন্য করা হবে আর পুতঃ পবিত্র সুপারিশকারী ও পবিত্রকারী নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে এসে সে নিজেও গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে গেছে।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক সুন্দর বিষয় বর্ণনা করেছেন, যেমনিভাবে তিনি লিখেন: বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর (নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওবা ইস্তিগফার করার, আল্লাহ পাক তো সব জায়গা থেকে শুনেন, তাঁর ইলম, তাঁর শ্রবণশক্তি, তাঁর দৃষ্টিশক্তি সব জায়গায় একই সমান, কিন্তু নির্দেশ এটা দেয়া হয়েছে যে, আমার নিকট তাওবা করতে চাও তাহলে আমার মাহবুবের দরবারে উপস্থিত হও, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে উপস্থিত হওয়া (অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া) প্রকাশ্য ছিলো, এখন নূরানী রওযায় উপস্থিত হওয়া (অর্থাৎ সোনালী জ্বালীর নিকটবর্তী হওয়া) আর যেখানে এটাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তরে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি মনোযোগী হবে, প্রিয় নবীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, ফরিয়াদ ও সুপারিশ প্রার্থনা করবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১৫/৬৫৪)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে মুবারাকায় নিজে দরবারে উপস্থিত হয়ে এবং জাহেরীভাবে পর্দা করার পর নূরানী রওযা মুবারকে উপস্থিত হয়ে গুনাহের ক্ষমা ও মুক্তি এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য আবেদন, নিবেদন ও প্রার্থনার ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার স্থায়ী নিয়ম হিসাবে অব্যাহত আছে। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও সালফে সালেহীন رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم এর ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

**প্রথম ঘটনা:** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি একবার এমন বিছানা ক্রয় করেছি যা ছবি সম্বলিত ছিলো, যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা দেখলেন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন আর ঘরে প্রবেশ করলেন না, আমি তাঁর চেহারা মুবারকে অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করলাম, তখন আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পক্ষ থেকে যে ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, (আমি) তা থেকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের দরবারে তাওবা করছি। (অতঃপর ঐ ছবি যুক্ত বিছানা সরিয়ে দেয়া হলো।) **(বুখারী, ২/২১, হাদীস ২১০৫)**

**দ্বিতীয় ঘটনা:** হযরত সাওবান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: চল্লিশজন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ও ছিলো, একত্রিত হয়ে ছিনিয়ে নেয়া ও ভাগ্য সম্পর্কে তর্ক করছিলো তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন, এটা শুনে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ অবস্থায় বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসেন যে, মহত্ব ও ক্রোধে তাঁর চেহারা মুবারক এমন লাল হয়ে গিয়েছিলো, যেন লাল আনার পবিত্র চেহারা আঁকড়ে ধরেছে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অবস্থা দেখে কাঁপতে কাঁপতে আরয করলো: "تُبْنَا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ" আমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের দরবারে তাওবা করছি।

**(মুজামু কবীর, ২/৯৫, হাদীস ১৪২৩)**

**পর্দা করার পর প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত:**

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার এই পদ্ধতি শুধু তাঁর জাহেরী হায়াতে মুবারাকায় ছিলো না বরং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরীভাবে পর্দা করার পরও এই আবেদন ও প্রস্তাব বাকি আছে এবং আজ পর্যন্ত সকল উম্মতের মাঝে অব্যাহত আছে।

**তৃতীয় ঘটনা:** বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দীস এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেন: হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর খেলাফতের যুগে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিলো, তখন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত বেলাল বিন হারেস আল মুযনী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, কেননা তারা ধ্বংস হতে চলেছে। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাঁকে ইরশাদ করলেন: তুমি ওমর ফারুকে আযমের কাছে গিয়ে আমার সালাম বলো আর সুসংবাদ দাও যে, (অতিশীঘ্রই) বৃষ্টি হবে।

**(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ১৭/৬৩, হাদীস ৩২৬৬৫)**

**চতুর্থ ঘটনা:** অসংখ্য মুহাদ্দীস, মুফাসসীর, আলেম এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করেন: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরীভাবে পর্দা করার পর এক গ্রাম্য লোক পবিত্র রওযায় উপস্থিত হলো এবং নূরানী রওযার পবিত্র মাটি নিজের মাথার উপর দিয়ে আরয করতে লাগলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যা আপনি ইরশাদ করেছেন, আমি শুনেছি এবং যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে এই আয়াতও রয়েছে "وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا" (এই আয়াতের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে,) নিঃসন্দেহে আমি আমার আত্মার প্রতি জুলুম করেছি আর আমি আপনার দরবারে আল্লাহ পাকের নিকট নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছি, আপনি আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়ে দিন, ঐ নূরানী রওযা থেকে আওয়াজ আসলো তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

**(তাফসীরে নাসাফী, পারা ৫, ৬৪ নং আয়াতের পাদটীকা, ২৩৬ পৃষ্ঠা)**

মোটকথা এই আয়াতে মুবারাকায় প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه লিখেন:

**মুজরিমো বুলায়ে আয়ে হে جَاءُوْكَ হে গাওয়া**
**ফির রদ হুয়া কব ইয়ে শানে করীমো কে দরকি হে**
**ওয়হী রব হে জিস নে তুঝ কো হামা তন করম বানায়া**
**হামে ভিখ মাঙ্গনে কো তেরা আসতা বানায়া**

ধারাবাহিক পর্ব

# এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী

আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يَشْرَبَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে কখনোই পানি পান না করে।

**(মুসলিম, ৮৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫২৭৯)**

পানিকে আরবীতে "مَاءٌ" মা'উন বলে, এই শব্দটি কুরআনে পাকে ১৫ বার এসেছে।

**প্রিয় বাচ্চারা!** পানি আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করে এবং তার অনেক উপকারীতাও রয়েছে। যে সকল বাচ্চাদের পানি পান করার অভ্যাস নেই বা অনেক কমই পানি পান করে তাদের উচিত পানি করা।

কিন্তু! পানি কিভাবে পান করা চাই তার খেয়াল রাখা অনেক জরুরী:

পানি আলোতে দেখে بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করে তিন নিঃশ্বাসে, ডান হাতে, বসে পান করা উচিৎ। হ্যাঁ তবে যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে পারেন কেননা আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পথ প্রদর্শক রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পানি বসেই করো তাই আমরা বসেই পান করবো। اِنْ شَآءَ الله

**প্রিয় বাচ্চারা!** পানিকে সম্মান করা উচিৎ এবং তা নষ্ট না করা উচিত। অনেক বাচ্চারা পানি পান করার পর সামান্য পানি গ্লাসে রেখে দেয় এমনটা করা কখনো উচিত নয়। কেননা পানি বা কোন ভালো জিনিসকে অপচয় বা নষ্ট করা খুবই খারাপ, কুরআনে করীমে এমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। **(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৬)**

আল্লাহ পাক আমাদের পানিকে সম্মান করার ও সুন্নাত অনুযায়ী পান করার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

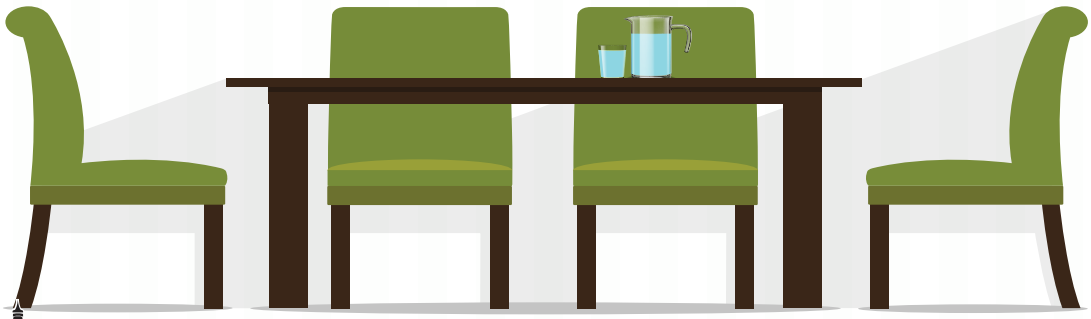

# দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

### (১) পরের রাকাতে কয়েক আয়াত ছেড়ে পাঠ করা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, এক ব্যক্তি ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় পারার শুরু "سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ" থেকে কিরাত করলো এবং ৬ আয়াত পাঠ করে ১ম রাকাত পরিপূর্ণ করলো, অতঃপর ঐ ৬ আয়াতের পর যেমন ৫ আয়াত পরিমাণ বিনা প্রয়োজনে ছেড়ে দিলো, দ্বিতীয় রাকাতে "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ" থেকে কিরাত শুরু করলো এবং ৫ আয়াত পাঠ করে নামায সম্পন্ন করলো। এভাবে কিরাত পাঠ করার দ্বারা ঐ ব্যক্তির নামাযের মধ্যে কি কোন প্রকারের সমস্যা হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ফরয নামাযের দুই রাকাতে এভাবে কিরাত পাঠ করা যে, এক রাকাতে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলো এবং দ্বিতীয় রাকাতে তার সাথে সংযুক্ত একটি আয়াত ছেড়ে দিয়ে পরের আয়াত থেকে তিলাওয়াত করলো, এমন করাটা মাকরূহে তানযীহি অর্থাৎ গুনাহ নয় কিন্তু এ থেকে বাঁচা উত্তম, আর যদি মাঝখানে দুই বা ততোধিক আয়াতের দূরত্ব হয় তবে মাকরূহে তানযীহিও হবে না, তবুও উত্তম হলো যে, দুই বা ততোধিক আয়াতের দূরত্ব না রাখা। মনে রাখবেন! এই হুকুম দুই রাকাতের জন্য, ফরয নামাযের এক রাকাতের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিলাওয়াত করা সাধারণত মাকরূহে তানযীহি যদিও মাঝখানে দুই বা ততোধিক আয়াতের দূরত্ব থাকে।

এই বর্ণনা অনুযায়ী উল্লেখিত মাসআলায় যখন প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় পারার শুরু থেকে অর্থাৎ "سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ" থেকে কিরাত তিলাওয়াত শুরু করা হয়েছে তাই উত্তম এটা ছিলো যে, দ্বিতীয় রাকাতে এই জায়গা থেকে কিরাত শুরু করা যেখান থেকে প্রথম রাকাতে কিরাত তিলাওয়াত শেষ করেছিলো, কিন্তু যখন বিনা প্রয়োজনে মাঝখানের ৫ আয়াত ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাকাতে এর পরের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে তবুও এই কাজটি প্রথম নীতির বিপরীত হয়েছে কিন্তু নামায নিঃসন্দেহে আদায় হয়ে গেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

| উত্তর দাতা | সত্যয়নকারী |
|---|---|
| মুহাম্মদ সরফরাজ আখতার আত্তারী | মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী |

## (২) নামাযের মধ্যে শুধু অন্তরে তিলাওয়াত করার হুকুম?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নামাযে কিরাত মুখে উচ্চারণ না করে, শুধু অন্তরে এই কিরাতের কল্পনা করলো, তবে কি এরূপ কিরাতের কল্পনা দ্বারা নামায আদায় হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

কিরাত মুখে এতটুকু আওয়াজে উচ্চারণ করে পড়ে আবশ্যক যে, শোরগোল বা উচ্চ আওয়াজে শুনার রোগ না হলে তবে সে নিজের আওয়াজ নিজের কানে শুনতে পাবে, নিজের কান দ্বারা আওয়াজ শুনা ব্যতীত শুধু অক্ষর গুলোর সঠিক আদায়ও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী যথেষ্ট নয়, আওয়াজ শুনা ব্যতীত শুধু শুদ্ধ অক্ষর দিয়ে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কিরাত আদায় হয় না। তাই অন্তরে কিরাতের কল্পনা করা সর্বসম্মতিক্রমে তিলাওয়াত নয়, সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায় এরূপ অন্তরে কল্পনা করে তিলাওয়াত করাতে তিলাওয়াতের ফরয আদায় হবে না, নামাযও হবে না, এমন নামায পুনরায় আদায় করা ফরয।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**লিখক**
**মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী**

## (৩) তাহাজ্জুদের সময় বিতর আদায় করার হুকুম কি?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, বিতরের নামায তাহাজ্জুদের সময় আদায় করলে এমতাবস্থায় প্রথমে কোনটি আদায় করবে? দয়া করে নির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

যে ব্যক্তি জাগ্রত হতে পারবে, এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে, তার জন্য শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিতরের নামায আদায় করাতে দেরী করা মুস্তাহাব, এমতাবস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম হলো যে, প্রথমে তাহাজ্জুদ আদায় করবে অতঃপর বিতর আদায় করবে, হাদীসে পাকে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, যদি কেউ প্রথমে বিতর আদায় করার পর তাহাজ্জুদ আদায় করে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এটা উত্তমের পরিপন্থি।

মনে রাখবেন! জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস না থাকার কারণে যে ব্যক্তি শয়ন করার পূর্বে বিতর আদায় করে নেয়, অতঃপর জাগ্রত হওয়ার পর তাহাজ্জুদ আদায় করে তার যদিও এই হাদীসে পাকের "বিতরকে নিজের শেষ রাতের সালাত বানাও" উপর আমল না হওয়ায় উত্তমতার ফযীলত অর্জন হবে না, কেননা সে বিতর সবার শেষে আদায় করেনি, তবুও তার বিতর তাড়াতাড়ি আদায় করার (উত্তমতার) ফযীলত অর্জন হবে, কেননা অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তির রাতের শেষাংশে বিতর আদায় করতে না পারার আশঙ্কা রয়েছে, সে রাতের প্রথমাংশে পড়ে নিবে" এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কিরাম বলেন: যে ব্যক্তির জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস থাকে না, কাযা হওয়ার আশঙ্কা থাকে তার জন্য শয়ন করার পূর্বে বিতর আদায় করা উত্তম।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

| উত্তর দাতা | সত্যয়নকারী |
|---|---|
| মুহাম্মদ সরফরাজ আখতার আত্তারী | মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী |

আম্বিয়া কেরামের ঘটনা

# হযরত সায়্যিদুনা দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام

আদনান আহমদ আত্তারী

বনী ইস্রাঈলের ঘটনা হলো, একবার এক নেককার মহিলা কারো বাগানের দিকে গেলো তখন দু'জন ব্যক্তি এই নেককার মহিলার কাছে এসে বলতে লাগলো: তুমি আমাদের সাথে অসৎ কাজ করার জন্য রাজি হয়ে যাও, অন্যথায় আমরা দু'জনে এটা বলবো যে, আমরা তোমার সাথে এক লোককে (ব্যভিচার করতে) দেখেছি, লোকটি পালিয়ে গেছে আর আমরা তোমাকে ধরেছি, এটা শুনে নেককার মহিলা বলতে লাগলো: আমি তোমাদের কথা কখনো মানবো না, ঐ দু'জন ব্যক্তি এই নেককার মহিলাকে ধরে মানুষের কাছে নিয়ে আসলো আর ঐ মহিলার প্রতি গুনাহের অপবাদ দিতে লাগলো, ঐ যুগে এই পদ্ধতি ছিলো যে, ব্যভিচারকারীকে একটি জায়গায় তিনদিন পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখা হতো অতঃপর আসমান থেকে আগুন আসতো এবং তাকে জ্বালিয়ে দিতো, সুতরাং লোকেরা ঐ নেককার মহিলাকেও এই জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলো, তৃতীয় দিন ৭ বা ১৩ বছর বয়সি একজন সম্ভ্রান্ত শিশু আগমন করলো তখন লোকেরা এই সম্ভ্রান্ত শিশুর জন্য একটি চেয়ার রাখলো, ঐ সম্ভ্রান্ত শিশু সেই চেয়ারে বসলো অতঃপর এই সম্ভ্রান্ত শিশু ঐ দুই ব্যক্তিকে ডাকলো তখন তারা দুজনই উপহাসকারীর ন্যায় আসলো, সম্ভ্রান্ত শিশুটি লোকদের বললো: এই দুজনকে পৃথক পৃথক জায়গায় নিয়ে যান, এরপর একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কোন গাছের নিচে এই মহিলাকে ব্যভিচার করতে দেখেছো, সেই বললো: আপেল গাছের নিচে, অতঃপর এই সম্ভ্রান্ত শিশু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো তখন সেই অন্য উত্তর দিলো, ঐসময় আগুন অবতীর্ণ হলো আর তা এই দুই মিথ্যুক ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে দিলো, এভাবে সম্ভ্রান্ত শিশুর প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের কারণে এই নেককার মহিলা আরোপিত অপবাদ থেকে মুক্তি পেলো এবং অসৎ ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেলো। (মুসারিউল উশশাক, ১/৭৪)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কম বয়সি বিচারকের আসনে সমাসীন এই সম্ভ্রান্ত শিশু আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন।

**সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত ও হিকমত দান করেছেন, (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১/২১৪) তাঁর ভাষা ছিল ইবরানী, তিনি বনী

ইস্রাঈলের নবী ছিলেন এবং হযরত মূসা বিন ইমরান عَلَيْهِ السَّلَام এর শরীয়তের উপর ছিলেন। (আল তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, ১১৯৬ পৃষ্ঠা) শৈশবে বাঘ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বড় হতেই কাফেররা তাঁকে কূপে ফেলে দিল, সেখানে বাঘ তাঁর (পায়ের পাতা) চাটতে লাগলো, এই কূপে আল্লাহ পাকের হুকুমে একজন ফিরিশতা তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১/২১৪) অপর বর্ণনায় রয়েছে হযরত আরমিয়া عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর জন্য কূপের পাশে খাবার নিয়ে আসতেন। (কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে কাসীর, ৬৪৯ পৃষ্ঠা) তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি ঐখানে নিরাপদে ছিলেন, তাঁকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) এর ইলম দান করা হয়েছিল। (শরহুশ শিফা আল্লামা আলী ক্বারী, ২/৩৭৩) আজও ব্যাখ্যার কিতাব সমূহে তাঁর দেয়া ব্যাখ্যা গুলো পাওয়া যায়, এক বর্ণনা অনুযায়ী ইলমে রমল (ইলমে রমল এবং তার শরয়ী হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য "সিরাতুল আম্বিয়া ১৫১ পৃষ্ঠা অধ্যায়ন করুন) জানতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৫৮। ৪৫৯২ নং হাদীসের পাদটীকা) তিনি عَلَيْهِ السَّلَام উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রশংসামূলুক বাণী বলেছিলেন, বিভিন্ন যুগের বাদশাহরা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর মাযার মুবারকের ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো, তাঁর দাফনের ব্যবস্থা মুসলমানরা করেছিল এবং তাঁর সম্পদ বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা করে দেয়া হয়। আসুন! ঘটনার বিস্তারিত জেনে নিই।

**শৈশবঃ** দুনিয়াতে এখনো তাঁর শুভ আগমন হয়নি, ঐ যুগের বাদশাহকে জ্যোতিষী ও জ্ঞানীরা বলেছিল: আজ রাতে ত এক শিশু জন্ম গ্রহণ করবে, যে তোমাকে ধ্বংস করে দিবে। বাদশাহ বললো: আজ রাতে জন্মকৃত সব শিশুকে হত্যা করে দাও, ঐরাতে হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর শুভ জন্ম হয় তখন সৈন্যরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঘ ও বাঘীনির সামনে ফেলে দিলো, উভয় বাঘ তাঁর পায়ের পাতা চাটতে শুরু করলো আর তাঁর কোন ক্ষতি করলো না। আল্লাহ পাকের এই দয়াকে তিনি সর্বদা মনে রাখার জন্য নিজের অনামিকা আঙ্গুলে একটি চিত্র অংঙ্কন করেছেন যাতে উভয় বাঘ তাঁর পায়ের পাতা চাটছিলো। (কাসাসুল আম্বিয়া লিইবনে কাসীর, ৬৫১ পৃষ্ঠা) কিছু জিনিস এমন, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শরীয়তে জায়িয ছিলো কিন্তু আমাদের শরীয়তে জায়িয নেই। ছবি বানানোর ক্ষেত্রেও একই বিষয়, আমাদের শরীয়তে কোন প্রকারের জীব জন্তুর ছবি তোলা হারাম। ডিজিটাল ছবি অর্থাৎ ক্যামরায় তোলা ছবি যা মোবাইল ইত্যাদি কোন ডিভাইসে সংরক্ষণ রাখা জায়িয অথচ প্রিন্ট আউট করা জায়িয নেই।

**উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রশংসার বাণীঃ** হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রশংসার বাণী এভাবে বর্ণনা করেন: ঐ সবলোক এমন নামায আদায় করবে যদি নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্প্রদায় এমন নামায আদায় করতো তাহলে ধ্বংস হতো না, আ'দ সম্প্রদায় যদি এমন নামায আদায় করতো তাহলে তাদের উপর শাস্তির বাতাস প্রেরণ করা হতো না, যদি সামুদ সম্প্রদায় এমন নামায আদায় করতো তাহলে ভয়ানক আওয়াজ শুনতে হতো না।

(দুররে মানসুর ২৯ অংশ, ৮/২৮৪)

**স্বাধীন থেকে গোলামীঃ** জাতি যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে সীমা অতিক্রম করে তখন ধ্বংসই তাদের নিয়তি হয়ে উঠে আর খারাপ লোকের পাশাপাশি নেককার লোকেরাও বিপদের সম্মুখীন হয়, সুতরাং কাফের ও অত্যাচারী বাদশাহ

বখত নাসের বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করার জন্য চিহ্নিত করলো এবং বনী ইস্রাঈলের ৭০ হাজার লোককে নিজের গোলাম বানিয়ে বাবেল/ব্যাবিলনে নিয়ে আসে অতঃপর গোলামদেরকে এখানে আভিজাতদের মধ্যে বন্টন করে দেয়, কিন্তু কতিপয় গোলামদের নিজের কাছে রেখে দেয়, তার মধ্যে হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام ও ছিলেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৭১/৩৫৩ পৃষ্ঠা) বখত নাসেরের কারাগারে তাঁর আগমন ছিলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য একটি কষ্টকর পরীক্ষা, যাতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে উত্তীর্ণ হন।

(ওমদাতুল ক্বারী, ৯/৩৫৫, ২৫৪৮ নং হাদীসের পাদটীকা)

**বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলো:** বাদশাহ এক রাতে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলো, যখন সকালে উঠলো তো কি দেখলো তা ভুলে গেলো, যাদুকর ও জ্যোতিষী জড়ো করে জিজ্ঞাসা করলো তখন সবাই বলতে লাগলো: তুমি স্বপ্নের কথা বলো তখন আমরা এর ব্যাখ্যা করতে পারবো, বাদশাহ খুব রাগ করে বললো: আমি তোমাদেরকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি তোমরা তার ব্যাখ্যা আমাকে জানাবে না হয় তোমাদের সবাইকে হত্যা করবো, এই সংবাদ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো বন্দী থাকা হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত পৌঁছলো, তিনি দারোগাকে বললো: আমার নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইলম আছে তুমি কি বাদশাহকে আমার ব্যাপারে বলতে পারবে, এতে তুমি বাদশাহের শুভ দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, দারোগা বললো: আমার ভয় হচ্ছে আপনি বাদশাহের তিরস্কারের শিকার হয়ে যাবেন, হয়তো জেলখানার কষ্ট আপনাকে গ্রাস করেছে আর এভাবে বাইরে আসতে চান! আপনার কাছে কোন ইলম নেই, তিনি বললেন: আমার প্রতিপালক আমাকে এই ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করেছেন যা আমার প্রয়োজন হয়, শেষ পর্যন্ত দারোগা বাদশাহকে এই সংবাদ পৌঁছালো।

**বাদশাহ প্রভাবিত হলো:** বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠালো, দরবারের নিয়ম ছিলো যে, বাদশাহর নিকট যখন কেউ আসতো তখন তাকে সিজদা করতে হবে কিন্তু হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ও সিজদা করলেন না, এটা দেখে বাদশাহ বাকি সব লোককে দরবার থেকে বাইরে বের হতে বললো, অতঃপর তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি আমাকে সিজদা করেন নাই কেন? তিনি হিকমত অবলম্বন করে উত্তর দিলেন: আমাকে আমার প্রতিপালক স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান এই শর্তে দান করেছেন যে, আমি আর অন্য কাউকে যেন সিজদা না করি, আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাকে সিজদা করার কারণে তিনি যেন আমার কাছ থেকে ঐ ইলম পুনঃরায় নিয়ে না নেন, আর আমি নিঃস্ব হয়ে যাবো এবং তুমি আমার থেকে কোন উপকারীতা লাভ করতে পারবে না ও আমাকে হত্যা করবে। বাদশাহ বললো: আমার অন্তরে তোমার চেয়ে অধিক প্রশংসনীয় উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই, কেননা আপনি আপনার প্রতিপালকের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছেন, আমার কাছে অসাধারণ মানুষ সেই যে, নিজ প্রতিপালকের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, আপনার নিকট কি আমার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ! আমার ঐ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যাও জানা আছে। তিনি প্রথমে বাদশাহকে তার স্বপ্নের কথা শুনালেন অতঃপর তার ব্যাখ্যা, যা শুনে বাদশাহ তাঁর প্রতি খুব প্রভাবিত হলেন। (আল মুনতাজিমু ফি তারিখিল উমাম, ১/৪১৮। দালায়িলুল নবুওয়াত লি আবি নুয়াঈম, ৪৩ পৃষ্ঠা)

**বাদশাহ ৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করলো:** অতঃপর বাদশাহ তাঁকে তিনটি প্রস্তাব থেকে

একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আবেদন করলো: (১) আপনি আপনার শহরে পূনঃরায় ফিরে যান আর আমি এই মরুভূমির শহরকে পূনঃরায় নির্মাণ করে দিবো। (২) নিরাপত্তা পত্র লিখে দিবো যাতে আপনি আমার রাজ্যের যেখানে ইচ্ছা নিরাপত্তার সাথে থাকবেন। (৩) বা আমার সাথে থাকুন, তিনি বললেন: প্রথম কথার উত্তর হলো আল্লাহ পাক আমার সম্প্রদায় এবং তাদের জমিন ধ্বংসের জন্য লিখে দিয়েছেন, যতক্ষণ আল্লাহ পাক চাইবেন না তুমিও এই জমিনকে বসবাস যোগ্য করতে পারবে না, যখন তাঁর নির্দেশ আসবে তখন এই বিপদ দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্তর হলো এটাই যে, আমি আল্লাহ পাকের নিরাপত্তায় ও হিফাযতে থাকা অবস্থায় অন্য কারো হিফাযতে থাকাকে উপযুক্ত মনে করি না, হ্যাঁ! আল্লাহ পাকের হুকুম না আসা পর্যন্ত তৃতীয় কাজটি এই মুহূর্তে সহজ।

**(আল মুনতাজিমু ফি তারিখিল উমাম, ১/৪১৮-৪১৯)**

**বাদশাহ তাঁকে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বানিয়ে নিলেন:** অতঃপর বাদশাহ নিজের সন্তান, জ্ঞানী, দরবারী ও উপদেষ্টাদেরকে ডাকলেন এবং নিজের হুকুম শুনিয়ে দিলেন: তিনি অনেক জ্ঞানী মানুষ, তাঁর কারণে আমার পেরেশানী দূর হয়ে গেছে তাঁকে সম্মান করবে, তাঁর কাছ থেকে ভালো কথা শিখবে আর যদি তোমাদের নিকট আমরা দুই জনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক বার্তা আসে তখন আমার চেয়ে তার বার্তাকে অগ্রাধিকার দিবে, এভাবে হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর রাজ্যে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়ে গেলো, এটা দেখে বাবিলের (ব্যবিলনের) বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর প্রতি হিংসা করতে লাগলো (আর অযুহাত দেখিয়ে বাদশাহের চোখে তাঁর সম্মান কমাতে থাকে।)

**(আল মুনতাজিমু ফি তারিখিল উমাম, ১/৪২০)**

**কষ্টের ধারা অব্যাহত থাকে:** অন্য বর্ণনা অনুযায়ী একবার ব্যবিলন বাসীর উৎসব আসলো তখন সবাই বাইরে বের হলো এবং নিজের মিথ্যা প্রভুকে সিজদা করলো আর হযরত দানিয়ালও তাঁর সাথীরা অস্বীকার করলো, এটা দেখে সম্প্রদায়ের লোকেরা আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো এবং তাতে তাঁকে ও তাঁর সাথীদের ফেলে দিলো, এই ঈমানদাররা আগুনের মধ্যে এভাবে রাত অতিবাহিত করলো, সকালে বখত নাসের নিজের মহলের উপর থেকে দেখলো যে, আগুনের মধ্যে পাঁচজন লোক রয়েছে, পাঁচজন দাঁড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে বাদশাহের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেলো, সে সম্প্রদায়ের লোকদের জিজ্ঞাসা করলো: আগুনে ক'জন লোককে ফেলা হয়েছিল, সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর দিলো চারজন! পঞ্চমজন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই, অতঃপর হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: পঞ্চমজন কে? তিনি উত্তর দিলেন: তাঁকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, যাতে সেই আগুনকে বরফ করে রাখে আর এই বরফের শীতলতা যেন ক্ষতি না করে। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৭১/৩৫৭)**

**বাঘের খাদে:** অপর বর্ণনায় এভাবে রয়েছে: জাদুকর হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে আর তাঁর ও সঙ্গীদের অভিযোগ নিয়ে বাদশাহের কাছে পৌঁছলো, এই লোক না তোমার প্রভুর ইবাদত করে, না তোমাদের এখানের জবাই করা কিছু আহার করে! বাদশাহ একটি গর্ত খনন করলো তাতে ৬ জন মুমিনকে ফেলে দিলো অতঃপর একটি ক্ষুধার্ত বাঘকে ভেতরে ফেলে দিলো যাতে বাঘ ঐ মুমিনদের খেয়ে ফেলে, সন্ধ্যায় যখন এই কাফের পুনঃরায় আসলো তখন দেখলো যে, বাঘ ঐ মুমিনদের সামনে পা বিছিয়ে বসে আছে এবং কারো কোন ক্ষতি করেনি।

**(তাফসীরে তাবরী, ৮/৩১ পৃষ্ঠা) (১৫ পারা, সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত ৭)**

**কূপে বাঘের সাথে:** এভাবে এই মনিষীরা বাদশাহের চোখে আরো বেশি সম্মানিত হয়ে গেলো, যাদুকররা বাদশাহকে দ্বিতীয়বার অভিযোগ করলো, তখন বাদশাহ এই মনিষীদেরকে একটি কূপে ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে ফেলে দেয়।

**(তাফসীরে তাবরী, ৮/৩১ পৃষ্ঠা) (১৫ পারা, সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত ৭)**

**কূপে আল্লাহ পাকের ইবাদতঃ** এক বর্ণনায় রয়েছে: রক্ত পিপাসু বাঘকে তাঁর সাথে কূপে ফেলে দিয়ে উপর থেকে ঢাকনা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো, পাঁচদিন পর্যন্ত তাঁকে কূপের ভেতর বাঘের সাথে বন্দী করে রেখেছিলো, পাঁচদিন পর যখন ঢাকনা খুলে দেখলো যে, হযরত সায়্যিদুনা দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام নামাযে মশগুল রয়েছেন আর বাঘ দুটি কূপের এক কোণে বসে আছে এবং তারা তাঁর কোন ক্ষতি করেনি।

**(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৫২৩)**

**কূপে প্রার্থনাকারীর আবেদনঃ** কূপে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে এটা আবেদন করেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের লজ্জাজনক ও ত্রুটিযুক্ত কথার কারণে তুমি আমার উপর ঐ ব্যক্তিকে (বখত নাসেরকে) নিযুক্ত করেছো, যে তোমাকে চিনে না।

**(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭/৮৪, নাম্বার ৯৭৩৯)**

**ওযীফাঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: যার কোন পশুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে সেই এই দোয়া পাঠ করলে পশু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না: اَللّٰهُمَّ رَبَّ دانِيالَ و رَبَّ الجُبِّ وَرَبَّ كُلِّ اَسَدٍ مُسْتَاسِدٍ اِحْفَظْنِی وَاحْفَظْ عَلَیَّ অর্থাৎ হে দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিপালক! হে কূপ, বাঘ ও পশুর প্রতিপালক! আমার হিফাযত করো এবং আমাকে নিরাপদ রাখো। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৭১/৩৪৮)**

**বনী ইস্রাঈলের মুক্তি লাভঃ** এক বর্ণনা অনুযায়ী পারস্য রাজ্যের এক বাদশাহ ব্যবিলনে আক্রমন করে বখত নাসেরের সৈন্যদের পরাজিত করে ব্যাবিলন জয় করে নেয়, আল্লাহ পাক ঐ বাদশাহের অন্তরে বনী ইস্রাঈলদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, সে তাদের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেয় আর হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام কে এই সম্প্রদায়ের বাদশাহ বানিয়ে সবাইকে পারস্যে রাওনা করিয়ে দিলেন। **(সীরাতুল আম্বিয়া, ৪৭৬)** আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী বখত নাসের মৃত্যুবরণ করার পর তার সন্তান বাদশাহ হয়, সে গনীমতের সম্পদ পেয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের পাত্রে মদ পান করা শুরু করে দিলো, হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام তাকে নিষেধ করেছিলো কিন্তু সে বিরত রইলো না শেষ পর্যন্ত হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তবে তিনদিন পর তোমাকে হত্যা করা হবে, শেষ পর্যন্ত তিনদিন পর তার গোলাম তাকে হত্যা করে দিলো এবং বনী ইস্রাঈলরা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে ফিরে আসলো।

**(আল মুলতাযিম ফি তারিখুল উমাম, ১/৪২০)**

**প্রজ্ঞাঃ** তিনি বিভিন্ন বাদশাহের যুগ দেখেছেন, একবার কোন বাদশাহের সামনে কব্জিবিহীন একটি হাতের তালু প্রকাশ পেলো, তাতে তিনটি বাক্য লিখা ছিলো, অতঃপর সেই হাতের তালু অদৃশ্য হয়ে গেলো, বাদশাহ খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো আর কি লিখা ছিলো তা সে স্মরণ রাখতে পারলো না, সে তাঁকে থেকে জিজ্ঞাসা করলো তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم! وُزِنَ فَخَفَّ তার উদ্দেশ্য হলো যে, তোমার কৃতকর্মের ওজন কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করা হবে, সুতরাং ভয় করো وَوُعِدَ فَنَجَزَ রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়ে গেছে, وَجُمِعَ فَتَفَرَّقَ তোমাকে ও তোমার পিতাকে বিশাল সম্রাজ্য দান করা হয়েছে, যা এখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। **(আরাইসুল মাজালিসে সিয়ালবী, ৪৬৬)**

**বাণীসমূহঃ** তাঁর দু'টি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী শ্রবণ করুন: আফসোস! এই সময় যদি নেককার লোকের অনুসন্ধান করা হয় তাহলে কেবলমাত্র এতোটুকু সংখ্যক পাওয়া যাবে, ফসল কাটার পর বা বাছাইকারীর রেখে যাওয়া ফলগুলোর ন্যায় যতোটুকু অবশিষ্ট থাকে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৬ পৃষ্ঠা, নাম্বার ৪০৭১)** একবার বখত নাসের তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: কোন জিনিস আমাকে আপনার সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে? তিনি বললেন: এই কারণে যে, তোমার ভুলত্রুটি অধিক হয়েছে

এবং আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা (আপন প্রতিপালকের অবাধ্য হয়ে) নিজের জীবনের প্রতি নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলো।

**(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/৪৩৬)**

**ওসিয়ত:** ইন্তিকালের সময় তিনি তাঁর আশেপাশে এমন কোন লোককে পাননি যে আল্লাহ পাকের কিতাবকে সম্মান করবে ও হিফাযত করবে, তখন তিনি আল্লাহ পাকের কিতাবকে আল্লাহ পাকের নিকট সমর্পণ করে দিলেন আর সন্তানকে বললেন: তুমি সমুদ্র সৈকতে যাও এবং এই কিতাব সমুদ্রে ফেলে দাও, সন্তান কিতাব আঁকড়ে ধরে সমুদ্র সৈকতে আসা যাওয়াতে যতোটুকু সময় ব্যয় হলো ততোটুকু সময় আড়াল থেকে পুনঃরায় ফিরে এসে বলতে লাগলো: আমি আপনার কাজ করে দিয়েছি, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কিতাব সমুদ্রে ফেলে দেয়ার পর কি হয়েছিল? সে বললো: আমি তো কোন কিছু দেখেনি, তিনি খুব রাগ করে বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ! তুমি আমার নির্দেশ পালন করোনি, সন্তান কিতাব নিয়ে পুনঃরায় চলে গেলো এবং এভাবে পুনঃরায় ফিরে এসে বললো: আমি সমুদ্রে কিতাব ফেলে দিয়েছি, তিনি বললেন: তুমি সমুদ্রে কি দেখেছো? সেই বললো? বড় বড় ঢেউ উঠলো এবং একে অপরের সাথে আছড়ে পড়তে লাগলো, তিনি এবার প্রথমবারের চেয়ে অধিক রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: তুমি এখনো আমার নির্দেশ পালন করোনি, সন্তান তৃতীয়বার কিতাব নিলো এবং সমুদ্র সৈকতে গিয়ে যেই মাত্র কিতাব ফেললো তখন সমুদ্র ফেটে গেলো আর নিচের জমিন প্রকাশ পেলো, অতঃপর জমিন ফেটে গেলো এবং চারপাশ আলোকিত হয়ে গেলো ও কিতাবটি এই আলোর মধ্যে চলে গেলো, জমিন বন্ধ হয়ে গেলো এবং পানি আবার মিলিত হলে গেলো, এটা দেখে সন্তান পুনঃরায় ফিরে এসে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললো, তিনি বললেন: তুমি এখন সত্য বলেছো, হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ইন্তিকাল সুস শহরে হয়। অপর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর ওফাত ব্যাবিলনে হয়েছিলো।

**(আর রাওযুল মুয়াত্তার, ৩২৯ পৃষ্ঠা)**

**লাশ মুবারক পর্যন্ত মুসলমানরা পৌঁছলো:** হাদীসে পাকে রয়েছে; হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নিকট এই দোয়া করেছিলেন যে, মুসলমানরা যেনো তাঁর কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করে। **(কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে আসাকির, ৬৫০ পৃষ্ঠা)** ১৯ হিজরীতে হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সুস শহর বিজয় লাভ করে তার বাদশাহকে হত্যা করলো, যখন প্রাসাদে ঘুরতে লাগলো তখন অনেক গণীমতের মাল লাভ করলো, এরমধ্যে তালা বন্ধ একটি কক্ষের নিকট পৌঁছে স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করলো: এতে কি? লোকজন উত্তর দিলো: হে আমীর! এতে আপনার কাজের কোন জিনিস নেই। বললেন: এখন তো জানা আবশ্যক হয়ে গেছে, দরজা খুলো যাতে আমি দেখতে পারি এর মধ্যে কি রয়েছে? তালা ভেঙ্গে দরজা খুলে দেয়া হলো, হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ভেতরে প্রবেশ করলে তখন হাউযের ন্যায় একটি বড় পাথর বা কফিন দৃষ্টি গোচর হলো তাতে স্বর্ণের তার বোনা কাফন পরিহিত একটি মৃত ব্যক্তি ছিলো, যার চেহারা লাল ছিলো এবং শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল করছিলো আর নাক এক বিগত পরিমাণ বড় ছিলো, মৃত ব্যক্তির এমন মর্যাদা ও সতেজতা দেখে হযরত আবু মূসা আশআরী এবং অন্যান্য মুসলিমরা খুবই বিস্মিত হলো। **(আরায়িসুল মাজালিস সিয়ালবী, ৪৬৭ পৃষ্ঠা, কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে কাসির, ৬৫০ পৃষ্ঠা)**

**পাথেয়:** সাথে একটি বাঙ ছিলো যাতে একটি কিতাব রাখা ছিলো, রেশমের দু'টি থান ও ৬০টি বন্ধ মটকা ছিলো, প্রতিটি মটকায় দশ হাজার (দিরহাম)। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৮/৩৪৩)** সাথে এটাও লিখা ছিলো যে, কেউ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা নিতে চাইলে নিতে পারবে, কিন্তু সময় মতো

ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় কুষ্ঠ রোগ হবে। (আমওয়ালি লিল কাসেম, ৪৩৬ পৃষ্ঠা, নাম্বার ৪৭৮। কানযুল উম্মাল, ১২তম অংশ, ৬/২১৭, হাদীস ৩৫৫৭৮)

**বৃষ্টি প্রার্থনা করা:** হযরত আবু মূসা আশআরী জিজ্ঞাসা করলো: তোমাদের ধ্বংস হোক, এটা কার লাশ? শহরবাসীরা উত্তর দিলো: তিনি ইরাকে থাকতেন যখন সেখানে বৃষ্টি হতো না ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো তখন ইরাক বাসীরা তাঁর ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতো আর তখন বৃষ্টি বর্ষণ হতো, একবার আমাদের এখানেও ইরাক বাসীর ন্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো আমরা ইরাক বাসীর নিকট তাঁকে চাইলাম তখন তারা দিতে অস্বীকার করলো সুতরাং আমরা আমাদের ৫০জন লোককে তাদের নিকট বন্ধক রেখে তাঁর লাশ মুবারক এখানে নিয়ে আসি, তাঁর ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করলে তখন বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়, অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের কাছে থাকবে আমরা তাঁকে ফেরত দিবো না, হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সব কিছু লিখে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে অবহিত করলেন, হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বড় বড় সাহাবীদের একত্রিত করে পরামর্শ চাইলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: তিনি আল্লাহ পাকের নবী হযরত দানিয়াল عَلَیْہِ السَّلَام, যিনি পূর্ববর্তী যুগে বখত নাসের ও পরবর্তী বাদশাহের সাথে ছিলেন।

(আরায়িসুল মাজালিস সিয়ালবী, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

**ফারুকে আযমের চিঠি:** হযরত ওমর ফারুক চিঠির উত্তরে লিখলেন: ইনি হলেন আল্লাহ পাকের নবী (দানিয়াল) عَلَیْہِ السَّلَام, তিনি দোয়া করেছিলেন যে, মুসলমানরাই যেনো তাঁর সম্পদের ওয়ারিশ হয়। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৮/৩৪৪) তাঁর সম্পদকে বাইতুল মালে জমা করে দাও, লাশ মুবারক বরই ও রায়হান ফুলে পানি দ্বারা গোসল দাও, সুগন্ধি লাগাও, কাফন পরিধান করাও, জানাযার নামায পড়ো এবং যেভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামগণের দাফন করা হয়, সেভাবে দাফন করে দাও। (আমওয়ালি লিল কাসিম, ৪৩৬ পৃষ্ঠা, নাম্বার ৮৭৮। কানযুল উম্মাল, ১২তম অংশ, ৬/২১৭, হাদীস ৩৫৫৭৮। তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৮/৩৪৪) আমি তাঁর আংটি আপনাকে উপহার হিসাবে দিলাম। (কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে কসীর, ৬৫১ পৃষ্ঠা) তাঁর আংটির উপর লাল পাথর ছিলো। (আর রওযুল মুয়াত্তার, ৩২৯ পৃষ্ঠা) এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত দানিয়ালের শরীর মুবারক দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং চুম্বন করেছিলেন। (আমওয়ালি লিল কাসিম, ৪৩৬ পৃষ্ঠা, নাম্বার ৮৭৮। কানযুল উম্মাল, ১২তম অংশ, ৬/২১৭, হাদীস ৩৫৫৭৮)

**লাশ মুবারক নিরাপদে ছিলো:** হযরত আবু মূসা আশআরী সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন: তাঁর লাশ মুবারক কতদিন পর্যন্ত তোমাদের নিকট আছে, তারা বললো: ৩০০ বছর পর্যন্ত। জিজ্ঞাসা করলো: লাশ মুবারকের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন হয়েছিলো? তারা বললো: মাথার পেছনের অংশের চুল ব্যতীত কোন কিছু পরিবর্তন হয়নি, কেননা আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর না কোন পশু খেতে পারে না কোন যমিনের মাটি খেতে পারে। (কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে কাসির ৬৫০)

**দাফন:** হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ চিঠিতে এটাও লিখে ছিলেন যে, তাঁর কবর মুবারককে লুকিয়ে রাখবে যাতে কারো জানা না থাকে। (কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে কাসির ৬৫০) সুতরাং এক বর্ণনা অনুযায়ী দিনে ১৩ টি পৃথক পৃথক কবর খনন করা হয়, রাত হতেই কোন এক কবরে হযরত দানিয়াল عَلَیْہِ السَّلَام কে দাফন করা হয় এবং বাকী কবর গুলোকে রাতের অন্ধকারে বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে লোকজন তাঁর লাশ মুবারক খনন করে বের করে না নেয়।

(কাসাসুল আম্বিয়া লি ইবনে কাসির, ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

নতুন লেখক

# কুরআনে করীমে নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর গুণাবলী

নুমান আত্তারী
(দরজায়ে সাদেসা, জামেয়াতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা, নাওয়াব শাহ সিন্দ)

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর দুনিয়া থেকে জাহেরী ভাবে পর্দা করার পর আল্লাহ পাক নিজের উলুল আযম রাসূলগণের মধ্যে একজন রাসূল হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, যাতে তিনি মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে অনেক উত্তম গুণাবলী ও মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের সর্বপ্রথম রাসূল। (মুসলিম, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৭৫) আর তিনি দ্বিতীয় আদম উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন কেননা নূহের প্লাবনে শুধু তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক অবশিষ্ট ছিলো যারা নৌকায় আরোহন করেছিলো আর তাদের থেকে মানব জাতির ধারাবাহিকতা আবারো শুরু হয়, তিনি সায়েমুদ দাহির (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ব্যতীত সর্বদা রোযা পালনকারী) ছিলেন। (সিরাতুল আম্বিয়া, ১৬১ পৃষ্ঠা) তাঁর নাম ইয়াশকার আব্দুল গাফফার (সীরাতুল জীনান ৩/৩৪৭) এবং তাঁর পবিত্র সম্মানিত উপাধী "নূহ" ছিলো। এই উপাধি তাঁকে এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ পাকের ভয়ে তাঁর দরবারে অধিকহারে কান্নাকাটি করতেন, আল্লাহ পাক হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম কুরআনে মজীদের অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন, আসুন! হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর ৫টি কুরআনের গুণাবলী পাঠ করি:

**(১) দাওয়াত প্রদানে অটল:** হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام নয়শ পঞ্চাশ (৯৫০) বছরের বেশি নিজের সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান করেছিলেন, তিনি এতো দীর্ঘ সময় ধরে নিজ সম্প্রদায়কে দৃঢ়তার সহিত দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি কঠিন পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হন আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সুতরাং সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম হাজার বছর অবস্থান করেছিলো অতঃপর তাদেরকে প্লাবন গ্রাস করলো এবং তারা অত্যাচারী ছিলো। (পারা ২০, সূরা আনকাবুত আয়াত ১৪) তাঁর এই গুণাবলী কুরআনে পাকের এই আয়াত দ্বারা দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট।

**(২) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা:** আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿۳﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঐসব ব্যক্তির সন্তানরা, যাদেরকে আমি নূহের সাথে অরোহন করিয়েছি! নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো। (পারা ১৫, বনী ইস্রাঈল, আয়াত ৩)

**(৩) নবুয়ত ও কিতাব:** আল্লাহ পাক নবুয়ত ও কিতাব তাঁর সন্তানদের মাঝে রেখেছেন অর্থাৎ তাঁর পর দুনিয়ায় যতো নবী আগমন করেছেন তারা সবাই তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেই ছিলেন আর সকল আসমানী কিতাবও তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ

ব্যক্তিদেরকে দান করেছেন। কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِیْمَ وَ جَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রেখেছি। (পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ২৬)

**(৪) উত্তম স্মরণ:** তাঁর একটি গুণ এটাও ছিলো যে, তাঁর পরবর্তী (নবী রাসূল ও উম্মতদের) মধ্যে তাঁর উত্তম আলোচনা অবশিষ্ট রেখেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَ تَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ﴿۷۸﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা বিদ্যমান রেখেছি। (পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ৭৮)

**(৫) পূর্ণ ঈমানদার বান্দা:** কুরআনে করীমে রয়েছে: اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸۱﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় সে আমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। (পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ৮১)

**সম্মনিত পাঠকবৃন্দ:** আমাদের উচিত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْهِ السَّلَام এর জীবনি আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করা আর তাঁদের পবিত্র গুণাবলী ও অভ্যাসকে নিজের মধ্যে ধারণ করা যাতে আমাদের আত্মায় আম্বিয়ায়ে কিরামের ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়।

## হাদীসের আলোকে বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা

**সানাওয়ার গণি আত্তারী**
দরজায়ে খামেসা জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে ইমাম গায্যালী, ফয়সালাবাদ

সামগ্রিকভাবে ইসলামী শিক্ষার দূর্বলতার কারণে নৈতিক ও সামাজিক কুফল এতো প্রসার হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ মানুষ তা খারাপ মানতে প্রস্তুত নয়। এর মধ্যে একটি হলো খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) এটি এমন গুনাহ যে, তা মুনাফিকের চিহ্ন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত খেয়ানত বলতে অর্থ জমা রাখার সাথে নিদিষ্ট মনে করা হয়, কারো কাছে সম্পদ জমা রাখা বা অতঃপর সে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে তখন বলা হয় যে, সে খেয়ানত করেছে, নিঃসন্দেহে এটাও খেয়ানত কিন্তু শরয়ীভাবে খেয়ানতের অর্থ ব্যাপক। যেমনিভাবে হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه লিখেন: খেয়ানত শুধুমাত্র সম্পদের মধ্যে নয়, গোপনীয়তা, সম্মান, উপদেশ সবকিছুতে হয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২১২) খেয়ানত আমানতের বিপরীত, গোপনে কারো অধিকার ক্ষুন্ন করাকে খেয়ানত বলে, হয়তো নিজের হক ক্ষুন্ন করে বা আল্লাহ ও রাসূলের বা ইসলামের বা কোন বান্দার! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করোনা এবং নিজের আমানত সমূহের মধ্যে জেনে শুনে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করো না।
(পারা ৯, আনফাল, আয়াত ২৭)

**খেয়ানতের সংজ্ঞা:** শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত কারো আমানতে পরিবর্তন করাকে খেয়ানত বলে। (বাতেনী বিমারিয়ো কি মালুমাত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

**খেয়ানতের হুকুম:** প্রত্যেক মুসলমানের উপর আমানত রক্ষা করা ওয়াজিব এবং খেয়ানত করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।
(বাতেনী বিমারিয়ো কি মালুমাত, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

যেমনিভাবে কুরআনে পাকে খেয়ানতের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসে পাকেও খেয়ানতের নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এটি একটি অসৎ ও মন্দ কাজ, তাই প্রত্যেক মুসলমানকে এর ক্ষতি

থেকে বাঁচা উচিৎ। খেয়ানতের ক্ষতি সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী আপনারাও জেনে নিন:

**(১) মুনাফিকের নিদর্শন:** যে ব্যক্তির মাঝে ৪টি ত্রুটি থাকবে সেই খাঁটি মুনাফিক আর যে ব্যক্তির মাঝে এই চারটি থেকে একটি ত্রুটি থাকবে তবে তার মধ্যে মুনাফিকির ত্রুটি থাকবে যতক্ষণ না তা ছেড়ে না দেয়। (তার মধ্যে একটি এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যখন আমানত দেয়া হয় তখন খেয়ানত করে। **(বুখারী, ১/২৫, হাদীস ৩৪)**

**(২) কোন দ্বীন নেই:** যে আমানতদার নয় সে ঈমানদারও নয়। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/২৭১, হাদীস ১২৩৮৬)**

**(৩) মুমিন খেয়ানতকারী হতে পারে না:** মুমিনের প্রতিটি অভ্যাস অবলম্বন করতে পারে কিন্তু মিথ্যা ও খেয়ানতকারী হতে পারে না। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/২৭৬, হাদীস ২২২৩২)**

**(৪) নৈতিক অবক্ষয়:** এ ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিন ব্যক্তি এমন যাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না (আর তাদের হিসাব নিকাশ ব্যতীত জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তাদের মধ্যে একজন হলো) সেই নারী যার স্বামী তার নিকট বিদ্যমান নেই আর তার (স্বামী) তার দুনিয়াবী চাহিদা (ভরণ পোষণ ইত্যাদি) পূরণ করে তারপরও ঐ নারী তার সঙ্গে খেয়ানত করে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১৮, হাদীস ৪)**

**(৫) খেয়ানতকারীর দোষ গোপন করা থেকে বাঁচুন:** মনোযোগী হোন! খেয়ানতকারীর দোষ গোপন করা থেকে বাঁচাও প্রয়োজন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে খেয়ানতকারীর দোষ গোপন করে সেও তার মতোই। **(আবু দাউদ, ৩/৯৩, হাদীস ২৭১৬)**

**(৬) পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে খেয়ানত:** যে নিজ ভাইকে কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেয় অথচ সে জানে যে, কল্যাণ এর পরিপন্থি, সে তার ভাইয়ের সাথে খেয়ানত করলো। **(আবু দাউদ, ৩/৪৪৯, হাদীস ৩৬৫৭)**

**(৭) সামান্য জিনিস গোপন করাও খেয়ানত:** আমি তোমাদের মধ্য থেকে যাকে কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পন করি এরপর সে আমাদের থেকে সূঁই পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ গোপন করে তাহলে তাও খেয়ানত যা সেই কিয়ামতের দিন নিয়ে উপস্থিত হবে। **(মুসলিম, ৭৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৭৪৩)**

**খেয়ানতের কারণ:** এই মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার অনেক কারণ হতে পারে যার মধ্য থেকে কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে: (১) অসৎ উদ্দেশ্য (২) ধোঁকা দেয়ার অভ্যাস (৩) খারাপ সংস্পর্শ (৪) আল্লাহ পাকের উপর ভরসার অভাব (৫) মুসলমানদের ক্ষতি করার অভ্যাস (৬) কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছা পূরণ।

আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা যে, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে খেয়ানত থেকে বাঁচার সামর্থ্য দান করুন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খেয়ানতের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য এবং উপরোক্ত কারণগুলির প্রতিকার জন্য মাকতাবাতুল মদীনাও প্রকাশিত কিতাব "বাতেনী বিমারীয়ো কি মালুমাত" অধ্যয়ন করুন। ইলমে দ্বীনের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَ الله

# ওলামায়ে কিরামের হক

বিনতে বশীর আহমদ আত্তারীয়া
**দরজায়ে ছালেছা, জামেয়াতুল মদীনা গালর্স সাবেরি কলোনী, উকারা**

কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলুন, জ্ঞানীরা ও অজ্ঞলোকেরা কি এক সমান?

**(পারা ২৩, যুমার, আয়াত ৯)**

এই আয়াতে ও কুরআনে পাকের অনেক আয়াতে জ্ঞানীদের সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞানের কারণে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে ফিরিশতাদের উপর মর্যাদা দান করা হয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে ওলামায়ে কিরামই আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরসূরী, আম্বিয়ায়ে কিরামগণ দীনার ও দিরহামের ওয়ারিশ বানায় না বরং ঐ পবিত্র মনিষীগণ তো শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, তাই যে ব্যক্তি তা অর্জন করে নেয় সে অনেক বড় কিছু অর্জন করে নেয়।

**(তিরমিযী, ৪/৩১২, হাদীস ২৬৯১)**

**আলিমের সংজ্ঞা:** আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আলিমের সংজ্ঞা হলো: আকিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে অবগত হওয়া ও অটল থাকা এবং কারো সাহায্য ছাড়া কিতাব থেকে নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা বের করতে সক্ষম হওয়া। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ৫৮ পৃষ্ঠা)** আসুন! ওলামায়ে কিরামের কিছু হক সম্পর্কে জেনে নিই:

**(১) আপত্তি করা থেকে বাঁচা:** ওলামায়ে কিরামের প্রতি আপত্তি করা বড় অপরাধ, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রকৃতপক্ষে আলিমে দ্বীন, সৃষ্টির পথ প্রদর্শক, সুন্নী বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন হলে সাধারণ মানুষের তাঁর প্রতি আপত্তি করা, তাঁর কাজকর্মে সমালোচনা করা, তাঁর দোষ অন্বেষণ করা হারাম, হারাম, হারাম এবং চরম বঞ্চনা ও দূর্ভাগ্যের কারণ। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৮/৯৭)**

**(২) শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরামের উপর ভরসা করা:** আমাদের উচিত শরীয়তের মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের উপর ভরসা করা, তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী ফতোয়া ও মাসআলার উপর আমল করা, কেননা তাঁরা নায়েবে রাসূল। হাদীসে পাকে রয়েছে: আলিম জমিনে আল্লাহ পাকের আমীন। **(জামে বয়ানুল ইলম ওয়া ফাদ্বলা, ৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৫)**

**(৩) সাহায্য সহযোগিতা করা:** আমাদের সর্বদিক থেকে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং দয়া করা উচিৎ, তাঁদের সাহায্য ও সহায়তা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা উচিৎ, তা কথা দ্বারা হোক বা সম্পদ দ্বারা হোক এবং তাঁদের ব্যাপারে মন্দ কথা শুনা থেকে বাঁচা উচিৎ।

**মনে রাখবেন!** এই সকল মর্যাদা হাক্কানী ওলামাদের অর্জিত হয়, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন: শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকেই সম্মান করা হবে, যখন বদ মাযহাবের আলিমদের দেখবে তখন তাদের ছায়া থেকেও পালিয়ে যাও, তাদের সম্মান করা হারাম, তাদের বয়ান শুনা, তাদের কিতাব অধ্যয়ন করা এবং তাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা হারাম এবং ঈমানের জন্য প্রাণহরনকারী বিষতুল্য।

**(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরামের হক সমূহ আদায় করতে থাকার সামর্থ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা

আব্দুর রহমান আত্তারী মাদানী

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন ইসলামী অর্থনৈতিক নিয়ম মেনে সততা ও আমানতদারীর সাথে ব্যবসা করেছেন। বেচাকেনা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও করেছেন, তাঁর সাহাবাও পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করেছিলেন এবং এভাবে তাঁদের পর ওলামা ও সালেহিনরাও ব্যবসা করেছিলেন কিন্তু শরয়ী আইন ও এই পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নোক্ত বরকতময় আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনিভাবে ইরশাদ হচ্ছে: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না কিন্তু এ যে কোন ব্যবসা তোমাদের পারস্পরিক রেযামন্দিতে হয়।

(নিসা, পারা ৫, আয়াত ২৯)

**প্রতারণা করা হারাম:** আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আল্লাহ পাক এই আয়াতে মোবারাকার আলোকে বর্ণনা করেন: ব্যবসা ঐ অবস্থায় জায়িয হতে পারে যখন উভয়ে সন্তুষ্টিচিত্তে ক্রয় বিক্রয় করবে আর সন্তুষ্টি তখনই অর্জিত হতে পারে যখন না ভেজাল থাকবে আর না প্রতারণা। (যাওয়াজির, ১/৫২০) এছাড়া প্রতারণা নিষেধের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন: পণ্যের মালিক বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা হোক, এটা জানে যে, এতে কিছু ত্রুটি আছে এবং ক্রেতাকে যদি এই বিষয়ে জানানো হয় তবে সে নেবে না (কিন্তু এরপরও আপনি তা তাকে দিয়ে দেন তবে তা প্রতারণা যা হারাম) (যাওয়াজির, ১/৫১৭) হাদীস শরীফে রয়েছে: যে আমাদের ধোঁকা দিয়েছে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

(মুসলিম, ৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮৩)

**হাদীসের ব্যাখ্যা:** এতে জানা গেলো, প্রতারণার বিষয়টি খুব মন্দ ও এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ, কেননা অনেক সময় এর কারণে مَعَاذَ الله ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়, এজন্য নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই বিষয়ের ব্যাপারে لَيْسَ مِنَّا (সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়) ইরশাদ করেছেন, যা খুবই খারাপ আর যে এই কাজ করে তা তাকে ভয়ানক বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং যার দ্বারা কুফরের সম্ভবনা রয়েছে।

(যাওয়াজির, ১/৫২২)

**ব্যবসায়ীদের দুরাবস্থা:** আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কে একটি দীর্ঘ প্রশ্ন করা হয়েছিলো আর তিনি এর বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেছেন, প্রশ্নকারী তার দীর্ঘ প্রশ্নে ব্যবসায়ীদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তা লক্ষ্য করুন, যেমনিভাবে তার বলার উদ্দেশ্য ছিলো: যদি আপনি ব্যবসায়ীদের এবং বিভিন্ন ধনীদের যাচাই বাচাই করেন তাহলে তাদের মধ্যে প্রতারনা, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, খেয়ানত, ধূর্তামি এবং মিথ্যা বাহানাকারী পাওয়া যাবে। আমরা তাদেরকে তাদের ব্যাপারে এমনভাবে পাই যেমনটি দু'জন ব্যক্তি একে অপরের সাথে লড়াই করার জন্য দুটি তরবারী নেয়, যখনই একজন অপরজনের উপর বিজয়ী হয় তখন দ্বিতীয়জনকে ঐ মুহূর্তে হত্যা করে দেয়, এভাবে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যেকের এই নিয়্যত থাকে যে, যদি সেই প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে জায়িয নাজায়িয প্রত্যেক পদ্ধতিতে তার সকল সম্পদ নিয়ে নিবে আর এই সময় তাকে ফকির বানিয়ে ছেড়ে দিবে, সুতরাং যখন তাদের মধ্যে কারো এই বিষয় অর্জন হয়ে যায় তখন খুব বেশি খুশি হয় আর মনে মনে এই বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে যে, আমি ধোঁকা দ্বারা তার উপর সফল হয়েছি এবং তাকে পরাভূত করেছি আর সেই মৃত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কুকুরের ন্যায় সফল হয়ে যাই এবং তাকে খাওয়া শুরু করে এমনকি তার কোন অংশ ছেড়ে দেয় না। (যাওয়াজির, ১/৫১৮)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতারণা, ধোঁকা দেয়া এবং মিথ্যা ও ছলনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন আর সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত ব্যবসা করার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

# ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

## (১) গর্ভবতী বিধবার ইদ্দতের সময়কাল

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, একজন মহিলার স্বামী ইন্তিকাল করেছে আর সেই মহিলা গর্ভবতী, এটা জানতে চাই যে, তার কতোদিন ইদ্দত পালন করতে হবে? আর সে অন্য জায়গায় কখন বিবাহ করতে পারবে?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় মহিলার ইদ্দত সন্তান জন্মের পর পর্যন্ত হবে কেননা গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তানের জন্ম পর্যন্তই হয়ে থাকে, ইদ্দত অতিবাহিত অর্থাৎ সন্তান জন্মের পরপরই সে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে পারবে, ইদ্দত অবস্থায় বিবাহ করা হারাম।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

| উত্তর দাতা | সত্যয়নকারী |
|---|---|
| মুহাম্মদ সাঈদ আত্তারী মাদানী | মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী |

## (২) ঋতুবর্তী মহিলার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের বিধান

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, একজন মহিলা ঐবছর হজ্জ করার জন্য গিয়েছিলো, তাওয়াফে যিয়ারত করার পর তার মাসিকের দিন শুরু হয়ে গেলো, আর সে বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারলো না, তার ফ্লাইটের সময় এসে গেলো, সুতরাং ঐ মহিলা বিদায়ী তাওয়াফ না করেই দেশে চলে এলো, এখন প্রশ্ন হলো তার উপর কি দম ইত্যাদি দেয়া ওয়াজিব হবে?

বিঃদ্রঃ- মাসিকের দিন দেশে আসার পর সমাপ্ত হয়েছে, তাছাড়া সে তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন তাওয়াফ করেনি।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বিদায়ী তাওয়াফ, আফাকী হাজী (অর্থাৎ যারা মীকাতের বাইরে থেকে হজ্জ করার জন্য আসে, তাদের) উপর ওয়াজিব, এতদসত্ত্বেও হায়েয নিফাস সম্পন্ন মহিলা যখন পবিত্র হওয়ার পূর্বে মক্কা ভূমি থেকে বের হয়ে যায় তখন তার উপর এই তাওয়াফ ও তার পরিবর্তে দম ইত্যাদি কিছু দেয়া ওয়াজিব নয়। জিজ্ঞাসিত অবস্থায়ও উল্লেখিত মহিলা পবিত্র মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত হায়েস অবস্থায় ছিলো, তাই তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব ছিলো না, সুতরাং বিদায়ী তাওয়াফ না করার কারণে তার উপর দম ইত্যাদি কিছু দেয়া ওয়াজিব নয়।

বিঃদ্রঃ- বিদায়ী তাওয়াফকে তাওয়াফে সদর বা তাওয়াফে ওয়াদাও বলা হয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

| লিখক |
|---|
| মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী |

## (৩) বিধবা চাচীকে বিবাহের শরয়ী হুকুম

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ানে শরয়ী মতিন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, চাচার ইন্তিকালে ইদ্দত পালনের পর চাচীকে কি বিবাহ করতে পারবে, নাকি পারবে না?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী চাচী মুহরিমাত অর্থাৎ যে সকল মহিলার সাথে বিবাহ হারাম, চাচী তাদের অন্তভূর্ক্ত নয়, সুতরাং হারাম সাব্যস্ত হওয়ার আরো কিছু কারণ হলো যেমন; দুগ্ধপান বা সহবাস ইত্যাদি না হওয়া, তখন চাচার ইন্তিকাল হলে ইদ্দত পূরণের পর চাচীকে বিবাহ করতে পারবে, এতে কোন বাঁধা নেই।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

| উত্তর দাতা | সত্যয়নকারী |
|---|---|
| মুহাম্মদ সরফরাজ আখতার আত্তারী | মুফতি ফুযাইল রযা আত্তারী |


পাওয়া যাচ্ছে

আজই সংগ্রহ করুন!

প্রশ্নোত্তর আকারে

ইসলামী বোনদের জন্য শরয়ী পর্দার ব্যাপারে অনন্য একটি কিতাব

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net

ইসলাম ও নারী

# নিজের স্বামীকে সঙ্গ দিন!

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

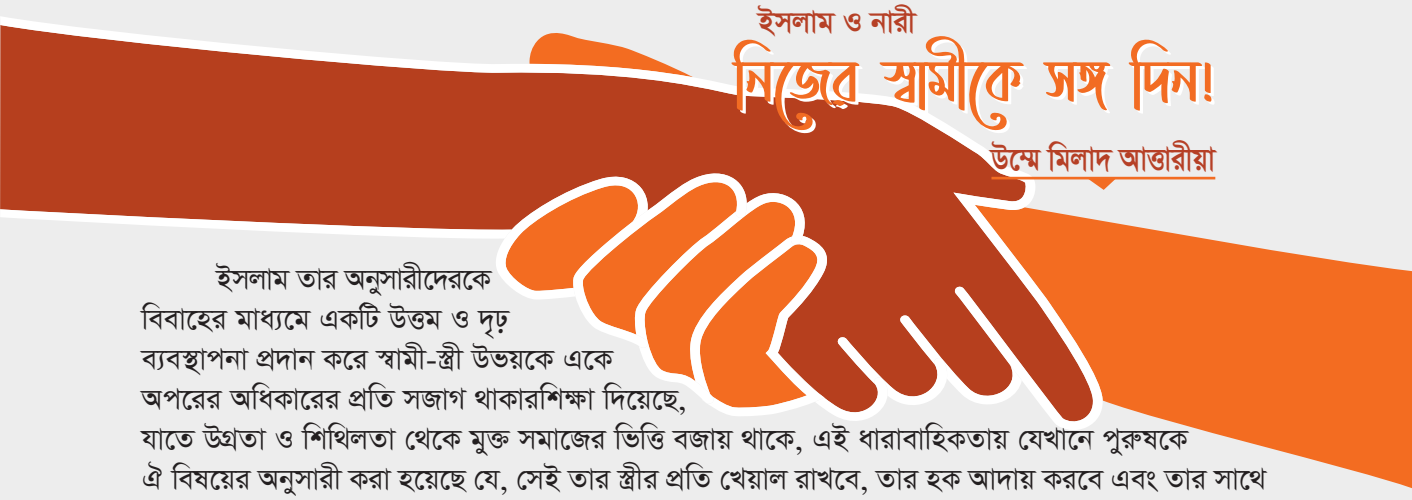

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বিবাহের মাধ্যমে একটি উত্তম ও দৃঢ় ব্যবস্থাপনা প্রদান করে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে একে অপরের অধিকারের প্রতি সজাগ থাকারশিক্ষা দিয়েছে, যাতে উগ্রতা ও শিথিলতা থেকে মুক্ত সমাজের ভিত্তি বজায় থাকে, এই ধারাবাহিকতায় যেখানে পুরুষকে ঐ বিষয়ের অনুসারী করা হয়েছে যে, সেই তার স্ত্রীর প্রতি খেয়াল রাখবে, তার হক আদায় করবে এবং তার সাথে মিলে সুন্দর জীবন অতিবাহিত করবে, তেমনিভাবে মহিলার দায়িত্বে এটাও অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে যে, সেও স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তার চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখবে এবং তার জন্য প্রশান্তির কারণ হবে, এমন নয় যে, স্বামীর উপর অপ্রয়োজনীয় দাবীর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবে যে, সে অতিষ্ট হয়ে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করতে বাধ্য হয়ে যায়, যা কিনা ধ্বংসের কারণ, যেমনটি একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: মানুষের নিকট এমন একটি যুগ আসবে, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত কোন দ্বীনদারের দ্বীন নিরাপদ থাকবে না, যে নিজের দ্বীনকে নিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এবং এক গর্ত (গুহা) থেকে গর্তের দিকে পালিয়ে বেড়াবে, তখন জীবিকা নির্বাহ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি ব্যতীত হবে না, যখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখন মানুষ নিজের স্ত্রী-সন্তানের হাতে ধ্বংসের শিকার হবে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা কিভাবে হবে? প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তারা তাকে স্বল্প উপার্জনের জন্য লজ্জা দিবে, তখন সে নিজেকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যাবে। **(যুহদুল কাবীর লিল বায়হাকী, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৩৯)**

এই হাদীসে পাকে পুরুষের পাশাপাশি ঐসকল মহিলাদের জন্যও উপদেশ রয়েছে, যারা তাদের স্বামীকে তাদের আয়ের কারণে বিভিন্ন কথা শুনিয়ে থাকে, অতএব সে তাদের অযৌক্তিক দাবি পূরণের জন্য হারাম ও হালালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না এবং নাজায়িয পন্থা অবলম্বন করে নিজের কবর ও আখিরাতকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে, মানুষের এই বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ থাকবে না যে, সে (সম্পদ) কোথায় থেকে অর্জন করছে, হারাম থেকে, না হালাল থেকে। **(বুখারী, ২/৭, হাদীস ২০৫৯)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ শেষ যামানায় মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে ভয়হীন হয়ে যাবে, পেটের চিন্তায় চারিদিক থেকে ফেঁসে যাবে, আয় বৃদ্ধি, সম্পদ জমা করার চিন্তা করবে, প্রত্যেক ধরনের হারাম ও হালাল গ্রহণের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী হয়ে যাবে, যেমনটি বর্তমানে তা ব্যাপকভাবে প্রসার হয়ে গেছে। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২২৯)**

এই জন্য মহিলাদের উচিৎ, নিজেদের স্বামীকে বিপদে না ফেলা, তাদের উপর বেশি বোঝা চাপিয়ে না দেয়া বরং সর্বাবস্থায় যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করা। তাছাড়া হযরত খাদিজা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর পবিত্র জীবনির প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তিনি কিভাবে কঠিনতম সময়ে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করে একজন আন্তরিক, বিশ্বস্ত, পরোপকারী এবং অনুগত স্ত্রী হওয়ার প্রমাণ রেখে গেছেন।

আল্লাহ পাক মুসলমান মহিলাদেরকে হযরত খাদিজা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর সদকা দান করুন এবং তাঁর পবিত্র জীবনির উপর আমল করার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## (১) সৈয়্যদুশ শুহাদার মাযারের বরকত

**প্রশ্নঃ** শুনেছি যে, "যদি কেউ শুহাদায়ে উহুদের মাযারে উপস্থিত হয়ে এই নিয়্যত করে যে, যদি পুত্র সন্তান হয় তবে তার নাম হামযা রাখবো, আর আল্লাহ পাক তাকে পুত্র সন্তান দান করবেন" এই কথাটা কি সঠিক?

**উত্তরঃ** আমার এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ ভাবে জানা নেই, অবশ্যই নেক বান্দাদের দরবারে দোয়া কবুল হয়। (ফযায়েলে দোয়া, ১৪০ পৃষ্ঠা) সৈয়্যদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শহীদদের সর্দার এবং আউলিয়া কিরামের মাথার মুকুট, এমনকি তাঁর ও অন্যান্য শুহাদায়ে উহুদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর মাযার সমূহ পরস্পর নিকটেই, সুতরাং আল্লাহ পাকের রহমতে তাঁদের নূরানী মাযারে শুধু সন্তান নয় বরং মাগফিরাতের দোয়াও কবুল হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হবে এমনকি যা চাইবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তাই অর্জিত হবে। (মাদানী মুযাকারা, ২৪ রমযান শরীফ, ১৪৪১ হিজরী)

## (২) আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে "হামীয়ে সুন্নাত" বলা কারণ

**প্রশ্নঃ** আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে "হামীয়ে সুন্নাত" বলা হয় কেন?

**উত্তরঃ** হামীয়ে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সুন্নাতকে সমর্থনকারী, সুন্নাতকে সমুন্নতকারী ও সুন্নাতকে বর্ণনাকারী। অতএব আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সুন্নাতকে সমুন্নতও করেছেন একারণে তাঁকে হামীয়ে সুন্নাত বলা হয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ শাওয়াল শরীফ, ১৪৪১ হিজরী)

## (৩) পা ফাটা হলে অযু কিভাবে করবে?

**প্রশ্নঃ** আমার পা ফেটে গেছে, এখন পা ধোয়ার কারণে অনেক ব্যথা হচ্ছে, আমি অযু কিভাবে করবো?

**উত্তরঃ** যতটুকু ধোয়া যায় তা ধোয়া ফরয, বাকি যতটুকু অংশে কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রনা বা ব্যথার কারণে পানি লাগাতে পারবে না সেই অংশে পানিতে ভেজা হাত এমনভাবে বুলিয়ে নিতে হবে যেনো সম্পূর্ণ জায়গায় পানির আর্দ্রতা পৌঁছে যায়।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৩১৮) (মাদানী মুযাকারা ২০ রমযান, ১৪৪১ হিজরী)

## (৪) এটা বলা কেমন যে, আমি আজ পর্যন্ত এই মাসআলা শুনিনি

**প্রশ্নঃ** কতিপয় লোক এমন কোন মাসআলা শুনে যা তার জন্য নতুন, তখন সে বলে "আমি তো আজ পর্যন্ত এই মাসআলা শুনিনি, বা আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ এটা বলেনি" এমন লোকদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?

**উত্তরঃ** এখন এমন লোকদেরকে তো কেউ ঘরে এসে বলবে না যে, মাসআলাটি এমন, কেউ যদি এমন অভিযোগ করে তবে সে এটা ভাবুক যে, সে কতোটা চেষ্টা করেছে? অথচ কিতাবে অনেক কিছু লিখা আছে কিন্তু কিতাব অধ্যয়ন করলেই তো ইলমে দ্বীন অর্জন হবে, অনুরূপভাবে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ও দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থাকলেই সব কিছু শিখতে পারবে। এখন যদি কেউ দিনরাত টিভির মাধ্যমে গুনাহে ভরা প্রোগ্রাম (অনুষ্ঠান) দেখতে থাকে, খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকে, না নামায আদায়

করে, না রোযাও রাখে, তবে এমন ব্যক্তি মাসআলা জানবে কিভাবে! দ্বীন শিখার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, ইসলামী কিতাবাদী বিশেষ করে "বাহারে শরীয়াত" অধ্যয়ন করুন, নেককারদের সংস্পর্শে থাকুন اِنْ شَآءَاللّٰه অনেক কিছু জানতে পারবেন। (মাদানী মুযাকারা, ৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী)

## (৫) প্রত্যেক আযানের উত্তর দেয়া কি জরুরী?

**প্রশ্ন:** যদি একটি আযান শুনে তার উত্তর প্রদান করার পর অন্য আযান শুনে তার উত্তর দেয়াও কি জরুরী?

**উত্তর:** প্রথম আযানের উত্তর প্রদানই যথেষ্ট। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২/৮২) চাইলে দ্বিতীয় আযানের উত্তরও দিতে পারবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২০ রমযান শরীফ, ১৪৪১ হিজরী)

## (৬) আল্লাহ পাকের এলাকা

**প্রশ্ন:** কোন এলাকাকে আল্লাহ পাকের এলাকা বলা কেমন?

**উত্তর:** কোন ক্ষতি নেই, কেননা সবকিছু আল্লাহ পাকের, যেমনটি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আসমান জমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। (পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪) মসজিদকেও বায়তুল্লাহ অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের ঘর" বলা হয়, এভাবে এলাকাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকেরই, বরং সকল এলাকাই আল্লাহ পাকের, যদি আল্লাহ পাকের এলাকা" নাম রাখা হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ২০ রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরী)

## (৭) তাসবীহ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেব দোয়া করে দিলে তখন কি করবো?

**প্রশ্ন:** নামাযের পর আমার তাসবীহ পরিপূর্ণ হয়নি আর ইমাম সাহেব দোয়া শুরু করে দিলো তখন আমার কি করা উচিৎ?

**উত্তর:** কিছু লোক দোয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য তাড়াতাড়ি তাসবীহ পড়তে থাকে এভাবে ভুল হওয়ার অনেক বেশি আশঙ্কা থাকে। মনে রাখবেন! তাসবীহ হোক বা কুরআন পাক, এক একটি হরফ বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে আদায় করা আবশ্যক, হরফ ভুল উচ্চারণ সহকারে পড়ার চেয়ে না পড়াই উত্তম! তাসবীহে ফাতেমা দোয়ার পূর্বে পড়া আবশ্যক নয়, সুতরাং উভয় কাজ অর্থাৎ দোয়া ও তাসবীহ একসাথে করবেন না, এভাবে করার দ্বারা না দোয়ায় একনিষ্ঠতা থাকে, না তাসবীহে প্রশান্তির সাথে আদায় হয়, বরং প্রথমে ইমামের সাথে একনিষ্ঠতার সহিত দোয়ায় অংশ গ্রহণ করুন এরপর তাসবীহ পড়ুন।

(মাদানী মুযাকারা ২০ রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরী)

## (৮) অযুর একটি মাসআলা

**প্রশ্ন:** শরীরে নাপাকী লাগার কারণে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে?

**উত্তর:** জি না! শরীরে নাপাকী লাগার কারণে অযু ভঙ্গ হবে না।

(মাদানী মুযাকারা ২০ রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরী)

## (৯) নিজের প্রশংসায় কি পড়া উচিৎ?

**প্রশ্ন:** কেউ প্রশংসা করলে তখন কি পড়া উচিৎ?

**উত্তর:** নিজের প্রশংসায় খুশি না হওয়া উচিৎ, আমি দুনিয়াকে দেখেছি সে প্রশংসাও করে, সে মন্দ দিক ও গীবতও করে, ৯৯বার কারো পিঠে হাত রাখলে তখন সে খুশিতে দুলতে থাকে আর একবার সামান্য জোরে হাত রাখলে হয়তো সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে বরং বিরোধীতাও করতে পারে। যখন আপনার প্রশংসা করা হয় তখন "اَسْتَغْفِرُ اللّٰه" পড়া উচিত, প্রশংসাকারী যেনো এক ধরনের আমাদের উপর বিষাক্ত তীর বর্ষণ করছে, আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তার তীর থেকে রক্ষা পাই বা বুক প্রসারিত করে নিজের অন্তরে আঘাত করতে দিই। স্পষ্টই যে, নিজের প্রশংসা সাধারণত প্রত্যেকের ভালো লাগে আর যখন প্রশংসা করা হয় তখন অনেক স্বাদ অনুভব হয়, কেননা নফস বড়ই প্রতারক, তার নিন্দা কখনোই পছন্দ না আর প্রশংসা তার খুব পছন্দ, সুতরাং যখন প্রশংসা করা হয় তখন ইস্তিগফার পাঠ করে আত্মপ্রশংসা ইত্যাদি থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ। (মাদানী মুযাকারা, ২৫ রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরী)

নেককারদের আলোচনা

# হযরত দুররাহ বিনতে আবু লাহাব

মুহাম্মদ হাসান হাশেম আত্তারী মাদানী

**সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** নবুয়তের পরিবার থেকে যারা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একটি নাম হলো হযরত দুররাহ বিনতে আবু লাহাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا, যিনি নিজের পিতামাতার প্রকাশ্যে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করার পরও কাউকে ভয় না করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবীয়্যাতের উচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হন। আল্লাহ পাকের কুদরত যে, যেই ঘরে ইসলামের শত্রু ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং ইসলামের প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছিল সেই ঘরে লালিত পালিত হওয়া হযরত দুররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا কে আল্লাহ পাক ইসলামের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিলেন, তাঁর পিতা আবু লাহাব ও মাতা উম্মে জামিলকে ইসলামের চরম শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়, ইসলামের প্রতি আবু লাহাবের বিদ্বেষের পরিমাণ এমন ছিলো যে, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মানুষকে সত্যের বাণী পৌঁছে দিতেন তখন সে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতো এবং মানুষকে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতো। (সীরাতে মুস্তাফা, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

অথচ উম্মে জামিল নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাস্তায় কাটা বিছিয়ে দিতো ও কষ্ট দেয়ার জন্য নিত্য নতুন পন্থা অনুসন্ধান করতো। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ১১২৪ পৃষ্ঠা) ঐ কঠিন মুহূর্তে হযরত দুররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا তাঁর পিতামাতার অসৎ পন্থা পরিহার করে দ্বীন ইসলাম কবুল করা এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমর্থনে ও সাহায্যে দাঁড়ানো তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে।

**নাম ও বংশ:** তাঁর নাম দুররাহ বিনতে আবু লাহাব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম, তিনি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাতো বোন ছিলেন।

**বিবাহ ও সন্তানাদি:** হযরত দুররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর প্রথম বিবাহ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই হযরত নাওফেল বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সন্তান হারিস বিন নাওফেল এর সাথে হয়েছিল যিনি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সন্তান ছিলো। (আল ইস্তিয়াব, ৪/৩৯৫) হারিস বিন নাওফেল থেকে তাঁর তিন সন্তান উকবা, ওয়ালিদ ও আবু মুসলিম জন্ম গ্রহণ করে। (মারিফাতুস সাহাবা, ৫/২৩০) হারিসের পর তাঁর বিবাহ সাহাবায়ে রাসূল হযরত দিহইয়া বিন খলিফা কলবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সাথে হয়। (আল আসাবা, ৮/১২৭) যিনি খুব সুন্দর আকৃতির ও সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন এবং জিবরাঈল আমীন প্রায় তাঁর আকৃতি ধারণ করে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৫৮৪)

**ইসলাম ও হিজরত:** তিনি সাহাবীয়া হওয়ার পাশাপাশি মুহাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁকে ঐ সাহাবীয়াদের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা মক্কার কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মদীনায়ে মনোয়ারায় হিজরত করেন। (উসদুল গাবা, ৭/১১৪)

**মদীনায় হিজরতের খুব সুন্দর ঘটনা:** আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: যখন হযরত দুররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হয় তখন তিনি হযরত রাফে বিন মুয়ালীর ঘরে অবস্থান করেন, ঐখানে বনী রাকীক গোত্রের কিছু মহিলা তাঁকে বললো: তুমি তো ঐ আবু লাহাবের কন্যা যার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: تَبَّتۡ یَدَاۤ اَبِیۡ لَہَبٍ وَّتَبَّ ﴿۱﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে। (পারা ৩০, সূরা লাহাব, আয়াত ১) তো তোমার হিজরতের দ্বারা কি সাওয়াব লাভ হবে? হযরত দুররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে এই কথাটি খুব ব্যথিত করলো আর তিনি নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দরবারে গিয়ে সব কথা বলে দিলেন, নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন: বসে যাও! অতঃপর তিনি যোহরের নামায পড়ালেন এরপর কিছুক্ষণের জন্য মিম্বরে অবস্থান করে ইরশাদ করলেন: কেমন কথা! আমাকে আমার বংশধরদের বিষয়ে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে, আল্লাহ পাকের শপথ! আমার সুপারিশ অবশ্যই আমার আত্মীয়দের নিকট পৌঁছবে, এমনকি সুদাআ, হাকাম ও সিলহিম গোত্রগুলোও কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পাবে। (আসাদুল গাবা, ৭/১১৪)

**হাদীস বর্ণনা:** হযরত দুররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا হতে বর্ণিত দুটি হাদীস উপস্থাপন করছি: (১) এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে দাঁড়ালেন এমতাবস্থায় তিনি মিম্বরে তাশরীফ নিলেন, সেই আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: মানুষের মধ্যে উত্তম সেই যে, তাদের মধ্যে অধিক পরহেযগার, যে সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং অধিক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। (আসাদুল গাবা, ৭/১১৪) (২) প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মৃত ব্যক্তির কাজের প্রতিশোধ জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়া যাবে না। (আল ইস্তিয়াব ৪/৩৯৫)

অন্যতম বৈশিষ্ট্য: হযরত দুররাহ বিনতে আবু লাহাব رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا অত্যন্ত সৎ চরিত্রবান, উদার ও দানশীল মহিলা ছিলেন, যেমনিভাবে হযরত আল্লামা হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا মানুষকে খাবার খাওয়াতেন। (আসাদুল গাবা, ৮/১২৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আলোকিত নক্ষত্র

# হযরত আবু জাবির আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

একবার এক সাহাবীয়ে রাসূল খাযিরাহ (অর্থাৎ আটা ও মাংস দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার খাবার) তৈরি করেন, অতঃপর নিজের সন্তানকে নির্দেশ দিলেন: তা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করো, শাহজাদা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলে তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা কি, এটা কি মাংস? আরয করলো: না! এটা খাযিরাহ, সম্মানিত আব্বাজান তা আপনার দরবারে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছে, অতঃপর সন্তান সম্মানিত পিতার নিকট পৌঁছালো এবং যে কথাবার্তা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবান থেকে আদায় হয়েছিলো তা তাঁকে বললো, এসব শুনে ঐ সাহাবীয়ে রাসূল বলতে লাগলো: হতে পারে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাংস আহার করতে চেয়েছিলো, অতঃপর নিজের একটি পোষা প্রাণী জবাই করলেন, এর চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন এবং তা ভূনা করার নির্দেশ দিয়ে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করতে বললেন, সন্তান তা নিয়ে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং জিজ্ঞাসা করাতে সম্পূর্ণ বিষয়টি বললো: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক আমার পক্ষ থেকে আনসারীকে বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন আমর ও সাআদ বিন উবাদাহকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। (আল আহাদ ওয়াল উমসানী ৪/৭০, হাদীস ২০২০। মুসনদে আবি ইয়ালা, ২/২৯৬, হাদীস ২০৭৫)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই উপহার উপস্থাপনকারী সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু জাবির আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ।

**অবয়ব ও মর্যাদা:** তাঁর রঙ লাল ছিলো। (মাগাযী লিল ওয়াকেদী, ২৬৭ পৃষ্ঠা) তাঁকে ঐ ৭০ জন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত করা হয় যারা মক্কা মুকাররমার উপত্যকায় রাসুলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ১২টি নুকাবায় (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও সর্দার) অন্তভূর্ক্ত হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন, তিনি বদরী সাহাবীদের অন্তভূর্ক্ত ছিলেন।

(আল ইলাম লিল যুরকালী, ৪/১১১)

**ইসলাম গ্রহণের সময় আবেগে আপ্লুত:** মক্কা মুকাররমার উপত্যকায় বায়আত গ্রহণের সময় যখন সবাই চুপ হয়ে গলো তখন তিনি বলতে শুরু করলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আমরা যোদ্ধা, আমরা যুদ্ধ করে বড় হয়েছি, আমাদের এর অভ্যাস হয়ে গেছে, আমরা যুদ্ধের ক্ষেত্রে বড়দের উত্তরাধিকারী, আমরা তীর নিক্ষেপ করলে তা নিঃশেষ হয়ে যায়, বর্শা দ্বারা লড়াই করি তা ভেঙ্গে যায়, তো তরবারী নিয়ে শত্রুদের উপর আক্রমন করি হয়তো আমরা মারা যাই অথবা শত্রুদের মৃত্যু ঘটাই। (সফফাতুল সাফাওয়াত, ১/২৬৩)

**একটি স্বপ্ন:** উহুদ যুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বপ্নে (বদর যুদ্ধের) শহীদ হযরত মুবাশশির বিন আব্দুল মনযর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখলেন, তখন তিনি বলতে লাগলেন: তুমি আমাদের নিকট আগমনকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কোথায়? বললেন: জান্নাতে আমরা যেখানে চাই ভ্রমন করতে পারি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি না বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলে? উত্তর দিলো: অবশ্যই! আমরা তো শহীদ, জাগ্রত হওয়ার পর তিনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তখন প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু জাবির! এটাই শাহাদাত। (মুসতাদরাক, ৪/২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯৬৮)

**উহুদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ:** উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সন্তান হযরত জাবিরকে রাতে ডেকে বললেন: আমার মনে হচ্ছে যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ আমিই হবো। আমার নিকট প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর তুমি সবচেয়ে বেশি প্রিয়, আমার উপর ঋণ রয়েছে, তা পরিশোধ করবে এবং তোমার বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (বুখারী, ১/৪৫৪, হাদীস ৪৯৬৮)

**শাহাদাত:** উহুদ যুদ্ধে ৩য় হিজরীর ১৫ শাওয়ালে তিনি শাহাদাতের মুকুট নিজের মাথায় সজ্জিত করে নেন। (আল ইলাম লিল যুরকালী, ৪/১১১) হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি দেখলাম যে, সকালে সর্বপ্রথম শহীদ আমার সম্মানিত পিতাই হয়েছিল। (বুখারী, ১/৪৫৪, হাদীস ১৩৫১) শাহাদাতের পর শত্রুরা তাঁর নাক ও কান কেটে দিয়েছিলো, সুতরাং (যুদ্ধের পর) তাঁর পবিত্র দেহ চাদর দিয়ে ঢেকে আনা হয়েছিলো, সন্তান হযরত জাবির চাদর সরাতে চাইলো (এবং শেষবার দেখতে চেয়েছিলো) তখন লোকেরা বাঁধা দিলো, সন্তান পুনরায় চাদর সরানোর চেষ্টা করলে তখন লোকেরা আবারো বাঁধা দিলো, এরপর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জানাযা উঠানোর নির্দেশ দিলেন তখন তাঁর বোনের কান্নার আওয়াজ আসতে লাগলো, এটা দেখে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে কেনো কান্না করছে? জানাযা উঠানো পর্যন্ত ফিরিশতারা জানাযার উপর নিজেদের ডানা দ্বারা লাগাতার ছায়া দিয়ে রেখেছে। (মুসলিম, ১০২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৩৫৪) দাফনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন: আমর বিন জামুহা ও আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম কে দেখো, এরা দুজনই পৃথিবীতেও একটি বিশেষ সম্পর্ক রাখতো, সুতরাং তাঁদেরকে এক কবরে দাফন করো। (সিরাতে ইবনে হিশাম, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

**সন্তান-সন্ততি:** তিনি তাঁর পরবর্তীতে হযরত জাবির ছাড়াও সাত বা নয়জন কন্যা সন্তান রেখে যান। (বুখারী ৩/৫১৭, হাদীস ৫৩৬৭)

**আল্লাহ পাকের দরবারে মর্যাদা:** একবার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: হে জাবির! আমি তোমাকে চিন্তিত ও ব্যথিত দেখছি, আরয করলো: আমার পিতা শহীদ হয়ে গেছে এবং তিনি তাঁর পরবর্তীতে একটি পরিবার ও ঋণ রেখে গিয়েছেন, রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাবো না? আরয করলো: অবশ্যই শুনান! ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক তোমার সম্মানিত পিতাকে জীবন দান করে এভাবে কথাবার্তা বলছেন যে, তাঁর ও আল্লাহ পাকের মাঝখানে কোন পর্দার অন্তরাল ছিলো না, ইরশাদ করলেন: হে আমার বান্দা! নিজের চাহিদা আমার নিকট বর্ণনা করো, আমি তোমাকে দান করবো, (তোমার পিতা) আরয করলো: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়ায় পুনঃরায় প্রেরণ করো আমি তোমার সন্তুষ্টিতে শহীদ হতে থাকবো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: এটা আমি প্রথমেই নির্ধারণ করে রেখেছি, এখান থেকে কেউ পুনঃরায় ফিরে যাবে না। (তিরমিযী, ৫/১২, হাদীস ২১২৭)

**ঋণ কিভাবে আদায় করবো:** নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: যাও! প্রত্যেক প্রকারের খেজুরের স্তুপ পৃথক করো, হযরত জাবির ঐভাবে করলো। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন আর তার মধ্যে উৎকৃষ্ট খেজুরের পাশে বসে পড়লেন অতঃপর ইরশাদ করলেন: লোকজনকে পরিমাপ করে দিয়ে দাও, হযরত জাবির পরিমাপ করে লোকদের খেজুর দিতে লাগলেন এমনকি তাঁর সকল ঋণ আদায় হয়ে গেলো এবং হযরত জাবিরের খেজুর ঐভাবে রয়ে গেলো যেনো একটি খেজুরও কমেনি। (বুখারী ২/২৬, হাদীস ২১২৭)

**কবর থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ:** হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমার কিছু আসবাব পত্র (মদীনার নিকটবর্তী জায়গায়) উপত্যকায় ছিলো, সেখানে রাত হয়ে গিয়েছিলো তাই আমি চিন্তা করলাম: যদি ঘোড়ায় আরোহন করে ঘরে পৌঁছে যাই তবে খুবই ভালো হয়, সুতরাং আরোহন করে চলতে লাগলাম, শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থানের নিকটে পৌঁছলাম, তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম এর কবর থেকে তিলাওয়াতে কুরআনের আওয়াজ শুনলাম, তখন তাঁর পাশে বসে গেলাম, আমি তাঁর চেয়ে ভালো কিরাত শুনিনি।
(শরফুল মোস্তফা ২/৪৭৬, হাদীস ৬৫৭। হাসায়িসুল কোবরা, ১/৩৬৪)

**৪৬ বছর পর কবর থেকে উত্তোলন:** হযরত জাবির বলেন: ৪৬ বছর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর পবিত্র যুগে একটি বন্যা হয়েছিলো, তখন ওয়ারিশদেরকে শুহাদায়ে উহুদের পবিত্র দেহ সেখান থেকে স্থানান্তর করার জন্য বলা হয়েছিলো, যখন শহীদদের পবিত্র দেহকে কবর থেকে বের করা হলো তখন তিনি যেনো ঘুমিয়ে ছিলেন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (জীবিত মানুষের ন্যায়) সজীব ছিলো, মনে হচ্ছিলো কবরে আমার সম্মানিত পিতা ঘুমাচ্ছেন, যেই চাদরে দাফন করা হয়েছিলো তা পূর্বের ন্যায় ছিলো আর (চাদর ছোট হওয়ার কারণে) যে ঘাস তাঁর পায়ে দেয়া হয়েছিলো তা এখনো সেভাবেই আছে। সেথায় উপস্থিত লোকজনের বর্ণনা মতে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারামের হাত নিজের চেহারার উপর বিদ্যমান ক্ষত স্থানে রাখা ছিলো, হাত ক্ষত স্থান থেকে সরালে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, হাত পুনরায় সেই স্থানে রাখতেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো। (সুবুলিল হুদা ওয়ার রুশদ, ৪/২৫২) আর সেখানে শহীদদের কবর থেকে মুশকের ন্যায় সুগন্ধ ছড়াচ্ছিলো। (সীরাতে হালবিয়া, ২/৩৪০) আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামকে ভালবাসা পোষণকারী, তাঁদের আদবকারী এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরনকারী বানিয়ে দিন।

# পিতামাতার প্রতি নিজের সন্তানদের সাথে কুরআনের সম্পর্ক সৃষ্টি করুন

মাওলানা আসিফ জাহানযীব আত্তারী মাদানী

**একটু চিন্তা করুন!**

কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকল লোকদের হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, মানুষের হিসাব-নিকাশ চলছে, অতঃপর মানুষের ঐ দলে যেখানে নেককার ও গুনাহগার, কাফের ও মুসলিম সবাই একত্রিত হবে, সেখানে আপনার মাথার উপর একটি উজ্জল মুকুট রাখা হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে বেশি হবে।

(আবু দাউদ, ২/১০০, হাদীস ১৪৫৩)

তখন আপনি কেমন অনুভব করবেন! নিঃসন্দেহে আপনার খুশির কোন অন্ত থাকবে না, যখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের হিসাব নিকাশের চিন্তা হবে আর তখন আপনার এই সম্মান ও মর্যাদা খুবই আনন্দদায়ক হবে।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এটা চাইবে যে, কিয়ামতের দিন আমাদেরও এই সম্মান অর্জিত হোক, কিয়ামতের দিন আমার উপরও দয়া হোক আর আমারও ক্ষমা হোক। আমাদেরও এই সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে, আমাদের মাথায়ও এই সম্মানের মুকুট পরিধান করানো হতে পারে, এজন্য আমাদের একটি কাজ করতে হবে, নিজের ও নিজের সন্তানদের সাথে কুরআনে করীমের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। তাদের অন্তরে কুরআনে করীমের ভালোবাসা প্রবেশ করাতে হবে। তাদের কুরআন তিলাওয়াতকারী ও এর উপর আমলকারী বানাতে হবে, অতঃপর আল্লাহ পাকের রহমতে আমরাও এই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারবো। আমরাও আমাদের সন্তানদের কুরআনে করীমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, এজন্য আমাদের সন্তানদের অন্তরকে কুরআনে করীম সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতে হবে আর সন্তানদের অন্তর কিভাবে কুরআনের করীমের সাথে সম্পৃক্ত হবে? এজন্য কতিপয় পয়েন্ট লক্ষ্য করুন:

(১) এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে সত্য যে, শিশুরা পিতামাতাকে দেখে বেশী শিখে, সুতরাং প্রথমে পিতামাতা স্বয়ং নিজের সম্পর্ক কুরআনে করীমের সাথে দৃঢ় করবে, তিলাওয়াতে কুরআনের অভ্যাস গড়বে, কুরআনে পাকের অনুবাদ ও তাফসীর অধ্যয়ন করবে এবং এর বিধিবিধানের উপর আমল করার চেষ্টা করবে, যখন শিশুরা

আপনাকে এই কাজ করতে দেখবে তখন তা তাদের জন্য কুরআনের প্রতি ভালোবাসার প্রথম বাস্তব পাঠ হবে।

(২) শিশুদের অন্তরে ঘটনার মাধ্যমে, হাদীসের মাধ্যমে, গল্পের মাধ্যমে কুরআনে পাকের ভালোবাসাও সৃষ্টি হয়। তাদের মস্তিষ্কে এই বিষয়টা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, পবিত্র কুরআন কোন সাধারণ কিতাব নয় বরং অনেক মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব, তা শিখার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নসীব হবে, এভাবে শিশুদের স্পৃহা দ্বারা ঐ সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) কুরআন পাঠকারীদেরও সম্মান করুন, যেভাবে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সম্মান করে থাকেন, আমাদের অধিকাংশরা কুরআনের শিক্ষাকে দ্বিতীয় শিক্ষার মর্যাদা প্রদান করে যার কারণে শিশুদের অন্তরে প্রথম থেকেই কুরআনের সম্মান বের হয়ে যায় আর পরবর্তীতে কষ্টকরে কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

(৪) শিশুদের কুরআনে পাকের ব্যাপারে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর দেয়াতে কোন পুরস্কার প্রদান করুন যাতে কুরআনে পাকের বিষয়াবলীও জানার মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়। যেমন; সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি? সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি বলো? প্রথম সূরার নাম বলো? শেষ সূরা কোনটি?

(৫) শিশুদের দ্বারা কোন কাজ জোর করে করানো উচিৎ নয় বরং স্নেহ ও মমতার মাধ্যমে তাদের কুরআনে পাকের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করুন, যাতে তাকে বকা বা প্রহার করার প্রয়োজন না হয়।

(৬) যখন শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন পড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন তখন নিজের ঘরের পরিবেশও পবিত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শোরগোল থেকে নিরাপদ রাখা উচিৎ যাতে এই প্রশান্তি ও নীরবতার পরিবেশ শিশুর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(৭) শিশু যখন নিয়মিত পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করে দেয় তখন তার মস্তিষ্কে এই বিষয়টা বদ্ধমূল হয় যে, এই কাজটি অনেক মহৎ, আর যে এই কাজে লেগে যায় তাকে অসৎ চরিত্র যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী, ধোঁকা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা উচিৎ, এই বিষয়ে কার্যত নিজেকে বাঁচান আর নিজের সন্তানদেরকেও ঐ অসৎ চরিত্র থেকে বাঁচানোর পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন।

সম্মানিত পিতামাতা! যখন আপনি শিশুর অন্তরে কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সফল হয়ে যাবেন তখন আপনাকে তার জন্য অধিক কষ্ট করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিশুকে ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য নিজেকেও কষ্ট করতে হবে এবং এই পয়েন্ট গুলো শিশুদেরকেও নিষেধ করতে হবে। (এই বিষয়ে কুরআনের ফযীলত সম্বলিত মাকতাবাতুল মদীনা কৃতক প্রকাশিত পুস্তিকা তিলাওয়াতের ফযীলত অধ্যয়ন করার দ্বারা অসংখ্য উপকার লাভ হবে।)

# নিজের বুযুর্গগণের স্মরণ রাখুন

শাওয়ালুল মুকাররম আরবী বছরের দশম মাস, এই মাসে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরশ, তাঁদের মধ্য থেকে ৮৫০ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" যিলহজ্ব ১৪৩৮ হিঃ থেকে ১৪৪৩ হিঃ এর সংখ্যা সমূহে করা হয়েছে। এখন আরো ১২ জনের পরিচিতি প্রদান করা হলো:

**সাহাবায়ে কিরাম** عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ কুরাশী আসাদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফুতো ভাই, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নব বিনতে জাহাশের ভাই, প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান ও বদরী সাহাবী এবং আল্লাহ পাকের পথের মুজাহিদ ছিলেন, মক্কা শরীফ থেকে হাবশা এবং সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন, মদীনার ভাতৃত্বের বন্ধনে হযরত আছেম বিন সাবিত আনসারীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ভাই করা হয়েছিল, হিজরতের সতেরো মাসপর আব্দুল্লাহ বিন জাহাশকে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, এর থেকে অর্জিত হওয়া গণীমত থেকে পাঁচ অংশ পৃথক করেন এবং এটাই ইসলামের প্রথম পাঁচ অংশ, উহুদ যুদ্ধে (৩য় হিজরী ১৫ শাওয়াল) শহীদ হন এবং আপন মামা সৈয়্যদুশ শুহাদা হযরত আমীর হামযার সাথে একই কবরে দাফন করা হয়েছিলো। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৭০ বছরের অধিক ছিলো।

(আসাদুল গাবা, ৩/১৯৫, তাবকাতে ইবনে সাদ ৩/৬৫)

(২) হযরত আমর বিন আল জামুহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বনী সালামার সর্দার, সম্মানিত, ধনী, অভিজাত ও দানশীল এবং ফর্সা ও কোকড়াঁনো চুলের অধিকারী ছিলেন, আনসারীদের মধ্যে সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন, পা খোঁড়া হওয়ার কারণে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, উহুদের যুদ্ধে (৩ হিজরী ১৫ শাওয়াল)

জোরকরে অংশগ্রহণ করেন এবং তুমুল লড়াই করে নিজের সন্তান হযরত খালাদসহ শহীদ হয়ে যান। (আসাদুল গাবা, ৪/২১৯)

**আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:**

(৩) আয়নায়ে হিন্দ, হযরত আখী সিরাজুদ্দীন ওসমান আউধি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ৬৫৬ হিজরীতে আউধি ইউপি ভারতে হয় আর ওফাত ১লা শাওয়াল ৭৫৮ হিজরীতে হয়, মাজার লক্ষ্ণৌতি বাংলায় অবস্থিত, তিনি আলিমে দ্বীন, শিক্ষক, সিলসিলায়ে চিশতীয়া নেযামিয়ার শায়খে তরীকত এবং অনেক কিতাবের রচয়িতা ছিলেন। লিখিত কিতাবের মধ্যে হেদায়াতুন নাহু, পাঞ্জেগঞ্জ ও মিযানুস সরফের নাম পাওয়া যায়। (আয়নায়ে হিন্দুস্থান আখি সিরাজুদ্দীন ওসমান আহওয়ার ওয়া আছার, ৭২/২১৪)

(৪) রেহনুমায়ে মিল্লাত হযরত সৈয়দ আলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম বাগদাদে হয়েছিলো, সম্মানিত পিতা হযরত সৈয়দ মহিউদ্দীন আবু নাসের ও অন্যান্য ওলামায়ে বাগদাদ থেকে ইলম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন, সম্মানিত পিতা থেকে খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন, তাঁর ওফাত ২৩ শাওয়াল ৭৩৯ হিজরীতে বাগদাদে হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়। (শরহে শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ৯৩ পৃষ্ঠা)

(৫) রাহবার ও রেহনুমা হযরত মীর মুহাম্মদ হাশেম কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه গাউসিয়ত বংশের রাযাকি শাখার উৎস ও প্রদীপ, আবেদ ও যাহেদ (ইবাদতকারী ও ধর্মনিষ্ঠ) এবং শরীয়তের অনুসারী ছিলেন, তিনি ১১২৫ হিজরীতে কাশ্মীর তাশরীফ আনেন এবং সরল পথ দেখানো ও হেদায়তের সিলসিলা শুরু করেন, ২৭ শাওয়াল ১১৩৫ হিঃ ওফাত লাভ করেন, তাঁর মাযার শ্রীনগর কাশ্মীরে অবস্থিত। (তাযকিরাতুল ইনসাব, ১৩৩)

(৬) হযরত শাহ বদরউদ্দীন উহেদ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ১১১৫ হিঃ এবং ২৬ শাওয়াল ১২০৫ হিঃ ওফাত লাভ করেন, তিনি আলিমে দ্বীন, জামে মসজিদ ফুরুখ নগরের শিক্ষক, তরীকতের শায়খ ছিলেন। মহল্লা রাম নগর লক্ষ্ণৌতে (উত্তর প্রদেশ ভারত) তাকিয়া শাহ বদর উদ্দীন নামে মাযার অবস্থিত।

(মিল্লাতে রাজশাহী, ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

(৭) খাতেমুল আসলাফ হযরত সৈয়দ শাহ মুহাম্মদ সাদেক মারহারুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম আস্তানায়ে আলীয়া মারহারা ইউপি ভারতে ৭ রমযান ১২৪৮ হিঃ হয় এবং ২৪ শাওয়াল ১৩২৬ হিঃ সিতাপুরে ওফাত লাভ করেন, কিঞ্ছিপুল সীতাপুরের নিকটে শাহজাহান পুর রোডে তাঁর নিজের বাগানে দাফন করা হয়। তিনি আলিমে দ্বীন, কাদেরীয়া তরীকতের শায়খ, সুবহে সাদিক ছাপাখানা সীতাপুরের মালিক এবং সক্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি খানকায়ে বারাকাতিয়া মারহারা শরীফ ও সীতাপুরে অনেক নির্মাণকাজ করিয়েছেন।

(তারিখে খান্দানে বরকত, ৫২-৫৬ পৃষ্ঠা)

(৮) হযরত খাজা পীর সৈয়দ নিয়ায আলী শাহ গার্দীযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ১২৩৮ হিঃ কোডহান্ডি কিয়াট, রাওয়াল কোট কাশ্মীরে হয় এবং ৩ শাওয়াল ১৩৩৩ হিঃ ওফাত লাভ করেন। মাযার সারসিদা, বাগে কাশ্মীরে অবস্থিত। তিনি আলিমে দ্বীন, তরীকতের শায়খ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, দু'টি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, উস্তাজুল ওলামা ও খাজা শামসুল আরেফীনের মুরীদ ও খলিফা ছিলেন।

(ফওযুল মকাল ফি খলিফায়ে পীর সিয়াল, ১/৪২৭ - ৪৩৪)

**ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:**

(৯) হযরত আল্লামা শাহ আবুল খাইর ফারুকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম ওয়ালিদপুরের নিকটস্থ আস্তানায়ে ভীড়া, মেও জেলা ইউপি ভারতে ১০০৮ হিজরীতে হয় সেখানেই ১০ শাওয়াল ১০৫৯ হিঃ ওফাত লাভ করেন, ঘরের বাইরের

আঙিনায় বট গাছের নিচে যেই স্থানে বসতেন সেখানে তাঁর মাযার বানানো হয়েছে। তিনি যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী আলিমে দ্বীন, জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ, ব্যাপক তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এবং কারামতের অধিকারী ছিলেন। (তাযকিরায়ে ওলামায়ে ভীড়া ওয়ালিদ পুর, ৫৩ পৃষ্ঠা)

(১০) হযরত শায়খ সৈয়দ আহমদ বিন আবু বকর বিন সামিত হোসাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৫ রজব ১২৭৭ হিঃ আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের আতসান্দ্রা দ্বীপে হয়েছে আর ওফাত ১৩ শাওয়াল ১৩৪৩ হিঃ যানজিবার আফ্রিকায় হয়। তিনি বিজ্ঞ আলিম, তরীকতের শায়খ, কিতাবের রচিয়তা এবং যানজিবের বিচারক ও মুফতী ছিলেন, ফতোওয়া ও বিচারকের দায়িত্ব ছাড়াও তিনি শিক্ষকতাও করতেন, অনেক বিজ্ঞ ওলামা তাঁর ছাত্র ছিলো। ওসমানীয়া সম্রাজ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা অর্জিত ছিলো, তিনি অনেক দেশে সফর করেছেন। তাঁর মাযার যানজিবের জামে মসজিদের পাশে বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। তাঁর ৮টি কিতাবের মধ্যে একটি হলো মিনহালুল ওয়ারাদও। (মিনহালুল ওয়ারদ, আলিফ তাদাল)

(১১) বাআমল আলিম হযরত সৈয়দ আহমদ হাসান আবদালভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম হাসান আবদালভী, আটক জেলায় হয় এবং ১৪ শাওয়াল ১৩৫৬ হিঃ ওফাত লাভ করেন, দাফন বাহাওয়ালপুরে হয়। তিনি কিবলা পীর মেহের আলী শাহ এর মুরীদ ও শিষ্য ছিলেন, ভালো শিক্ষক এবং শরীয়ত ও তরীকতের সমষ্টি ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাহাওয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের সভাপতি ছিলেন।
(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত, আটক জেলা, ১৯০ পৃষ্ঠা)

(১২) মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের হাসরত সিদ্দিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ২৭ রজব ১২৮৮ হিঃ এবং ওফাত ১৮ শাওয়াল ১৩৮৮ হিঃ হায়দারাবাদ দাক্কানে (তালিগানা, ভারত) হয়, শেষ সমাধিস্থল সিদ্দিক গুলশান বাহাদুরপুরে হয়েছে। তিনি আধুনিক ও প্রাচীন বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানের সমুদ্র, খোদাভীরু এবং তরীকতের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। রচনাবলীতে ৬ খন্ড সম্বলিত তাফসীরে সিদ্দিকী, যা আলেমদের নিকট সুপরিচিত। তিনি ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের অধ্যাপক এবং ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন, জামেয়া নেযামিয়ার সম্মানসূচক ব্যবস্থাপকও ছিলেন।
(তালমিয আলী হযরত মুফতি তাকাদ্দুস আলী খান, ৩৪ পৃষ্ঠা)


মাদানী চ্যানেল খুবই সুন্দর একটি চ্যানেল, এর মাধ্যমে আমাদের, আমাদের পরিবার এবং সন্তানদের সংশোধন হয়ে থাকে, এতে যা কিছু বয়ান করা হয় তা নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। আমাদের নিজের আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য নিজেদের ঘরে যদি মাদানী চ্যানেল না থাকে তবে লাগিয়ে নেয়া উচিৎ। অতএব নিজের সন্তানদেরকে **kids Madani Channel** দেখান, নিজের মুহরিমদের মাদানী চ্যানেলের সমস্ত অনুষ্ঠান দেখান এবং এর বরকত অর্জন করুন।

কিছু নেকী অর্জন করে নাও

# ক্ষমা লাভের উপায়

মাওলানা মুহাম্মাদ নাওয়ায আত্তারী মাদানী

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ছোট্ট নেকীকেও ছোট মনে করে ছেড়ে দিও না! কখনো একটি ফোঁটাও প্রাণ রক্ষা করে। হয়তো ছোট আমলটি ক্ষমার মাধ্যম হয়ে গেলো আর কোনো ছোট্ট গুনাহ ছোট মনে করে করে নিও না! কখনো ছোট স্ফুলিঙ্গ পুরো ঘর পুড়িয়ে দেয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/২৪৩)

ক্ষমার উপলক্ষ্য সম্বলিত ৪টি নেকীর ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী অবলোকন করুন:

**(১) শবে বরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করা:** যখন পনেরো শা'বানের রাত আসে তখন এতে কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করো আর দিনে রোযা রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** সূর্যাস্ত থেকে দুনিয়ার আসমানে বিশেষ তাজাল্লী প্রদান করেন আর ইরশাদ করেন: "আছো কি কেউ, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো!" আর একটি বর্ণনায় রয়েছে: **"আল্লাহ পাক** (ঐ রাতে) ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে ক্ষমা করে দেন।" (ইবনে মাজাহ. ২/১৬০, হাদীস ১৩৮৮। শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৩, হাদীস ৩৮৩৫)

**(২) প্রত্যেক জুমায় পিতামাতার কবর যিয়ারত করা:** "যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমায় নিজের পিতামাতা বা তাঁদের মধ্যে কোনো একজনের কবরের যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাকে (পিতামাতার সাথে) কল্যাণকারী হিসেবে লিখে দেয়া হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১০, হাদীস ৭৯০১) উত্তম হলো, প্রত্যেক জুমার দিন পিতামাতার কবর যিয়ারত করা, যদি সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয় তবে জুমার দিন তাঁদের জন্য ইসালে সাওয়াব করা। (তাছাড়া) পিতামাতার কবর যিয়ারতকারী যেনো এখনো তাঁদের খেদমত করছে। যে সাওয়াব তাদের জীবদ্দশায় তাঁদের খেদমত করাতে রয়েছে, একই সাওয়াব তাঁদের ওফাতের পর তাঁদের কবর যিয়ারত করাতেও রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৫২৬)

**(৩) স্বামীস্ত্রীর রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর যিকির করা:** "যে ব্যক্তি রাত জেগে নিজের স্ত্রীকে জাগায়, যদি তার স্ত্রীর ঘুম গভীর হয় তবে তার চেহারায় পানি ছিটকে দেয়, অতঃপর তারা দু'জন উঠে নিজের ঘরে রাতের একটি মুহূর্ত **আল্লাহ পাকের** যিকির করে তবে তাদের দু'জনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (মু'জামু কবীর, ৩/২৯৫, হাদীস ৪৮)

**(৪) মুসাফাহা করার সময় মুসলমান ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসা:** নিশ্চয় যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাত করে আর মুসাফাহা (করমর্দন) করে, উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে একে অপরের সামনে **আল্লাহর** (সন্তুষ্টির) জন্য মুচকী হাসে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মু'জামু আওসাত, ৫/৩৬৬, হাদীস ৭৬৩০)

**(৫) মুসলমান ভাইকে বালিশ প্রদান করা:** কোনো মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট গেলো আর সে (মেজবান) এই আগন্তুককে সম্মান দিতে গিয়ে নিজের বালিশ তাকে দিয়ে দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দেন। (মুস্তাদরিক ৪/৭৮৩, হাদীস ৬৬০১)

# সমবেদনা ও সহমর্মিতা

## হযরত পীর আমীর হোসাইন শাহ সাহেবের ইন্তিকালে সমবেদনা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن

### উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট!

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, (মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা) হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক আংটিতে এই ইবারত অংঙ্কিত ছিলো: كَفٰی بِالْمَوْتِ وَاعِظًا یَا عمر অর্থাৎ হে ওমর! উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।

(কানযুল উম্মাল, ১২তম অংশ, ৬/২৬২। তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৪/২৬০)

সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِیَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আমি এই বেদনা দায়ক সংবাদ পেয়েছি যে, সৈয়দ ফযল হোসাইন শাহ সাহেব বুখারী, সৈয়দ হোসাইন শাহ সাহেব বুখারী এবং সৈয়দ ফতেহ আলী শাহ সাহেব বুখারীর আব্বাজান ও হযরত পীর সৈয়দ মুশতাক হোসাইন শাহ সাহেব বুখারীর সম্মানিত ভাইজান হযরত পীর সৈয়দ আমীর হোসাইন শাহ সাহেব সুগার ও ব্লাড প্রেসার রোগে আক্রান্ত অবস্থায় ২২ রবিউল আখির শরীফ ১৪৪৪ হিজরী ১৮ নভেম্বর ২০২২ সালে ৫৮ বছর বয়সে শাহীওয়াল পাঞ্জাবে ওফাত লাভ করেছেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

আমি সকল শোকাহতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং ধৈর্য ও সাহসিকতার সহিত কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِيّٖن

ইয়া রাব্বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হযরত পীর সৈয়দ আমীর হোসাইন শাহ সাহেবকে অশেষ রহমত দান করো। اِلٰهَ الْعٰلَمِين! তাঁকে তোমার রহমতের চাদরে আশ্রয় দান করো, يَااَرْحَمَ الرّٰاحِمِين! হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! তাঁর কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানাও, রহমতের ফুল দ্বারা ঢেকে দাও, দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও, হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! তাঁর কবরকে হাশর পর্যন্ত আলোকিত রাখো।

**রওশন কর কবর বেকসোঁ কি**
**এয় শাময়ে জামালে মুস্তাফায়ী**
**তারিখি গোর সে বাঁচানা**
**এয় শাময়ে জামালে মুস্তাফায়ী**

يَاغَفَّارَ الذُّنُوب! হে গুনাহ ক্ষমাকারী! মরহুমকে বিনা হিসেবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করো, তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী বানাও,

হে আল্লাহ পাক! সকল শোকাহতদের ধৈর্য ধারণ এবং ধৈর্য ধারণের জন্য মহান প্রতিদান প্রদান করো, يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام! হে মহত্ববান ও সম্মানিত! আমার নিকট যা কিছু অপূর্ণ আমল রয়েছে তোমায় দয়ার শান অনুযায়ী এতে প্রতিদান দান করো, এই সকল প্রতিদান ও সাওয়াব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় এই সকল সাওয়াব মরহুম হযরত পীর সৈয়দ আমীর হোসাইন শাহ সাহেবসহ সকল উম্মতকে প্রদান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিনা হিসেবে মাগফিরাতের দোয়াপ্রার্থী।

## হযরত মুফতী আহমদ মিয়া বারকাতী সাহেবের জন্য সুস্থতায় দোয়া

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن

### অসুস্থদের শশ্রুষা করার ফযীলত

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "শরহুস সুদূর" এর ২৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মুসলমানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: ইয়া ইলাহী! অসুস্থদের শশ্রুষাকারীর প্রতিদান কি? ইরশাদ করলেন: তার উপর দু'জন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেয়া হবে, যারা কবরে কিয়ামত পর্যন্ত তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে থাকবে।

**(ফেরদাউসুল আখবার, ৩/১৯৩, হাদীস ৫৪৩৬)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن

ইয়া রাব্বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শাহজাদায়ে খলীলে মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ মিয়া বারকাতী সাহেবকে (মুহতামিম দারুল উলুম আহসানুল বারকাত হায়দারাবাদ) কামেলা, আজেলা, নাফেয়া আরোগ্য দান করো। يَاشَافِيَ الْاَمْرَاض, হে অসুস্থদের আরোগ্য দানকারী! তাঁর অসুস্থতা দূর করে তাঁকে সুস্থতা, প্রশান্তি, নিরাপত্তা, ইবাদত, রিয়াযত, দ্বীনি খেদমত এবং সুন্নাতে ভরা দীর্ঘ জীবন দান করো, ইয়া রাব্বে বারী! এই অসুস্থতা, এই কষ্ট, এই পেরেশানি যেনো তাঁর জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম, জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসেবে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার মাধ্যম হয়ে যায়। يَاكَشَّافَ الْكُرَب! হে দুঃখ কষ্ট এবং পেরেশানি দূরকারী! কারবালা ওয়ালাদের সদকা তাঁর ঝুঁলিতে ঢেলে দাও। يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِين! হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! তাঁর অবস্থার প্রতি দয়া করো, তাঁর অসুস্থতা, কষ্ট দূর করে দাও এবং তাঁকে মদীনার অসুস্থ বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰه! لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰه! لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰه!

বিনা হিসেবে মাগফিরাতের দোয়াপ্রার্থী।

## আত্তারের বিভিন্ন বার্তা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নভেম্বর ২০২২ সালে ব্যক্তিগত বার্তাগুলো ছাড়াও আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর "আত্তারের বার্তা" বিভাগের মাধ্যমে প্রায় ৩৩৯৪টি বার্তা জারি করেছেন, যাতে ৪৬৪টি সমবেদনা, ২৬৪২টি সহমর্মিতা আর ২৮৮টি অন্যান্য বার্তা ছিলো।

# স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মাওলানা আসাদ আত্তারী মাদানী

**স্বপ্নঃ** যদি কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, সে নিজের মুর্শিদের গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কান্না করছে, তো এটা কেমন?

**ব্যাখ্যাঃ** শর্তাবলী সম্পন্ন পীরের যিয়ারত করা মুরিদের জন্য সৌভাগ্য ও বরকতের কারণ হয়ে থাকে। এভাবে স্বপ্নে দেখা পীর মুর্শিদের শুভদৃষ্টি থাকার নিদর্শন। মুরিদের উচিৎ নিজের পীরের অনুসরন করে উভয় জগতে সফলতা লাভ করা।

**স্বপ্নঃ** এক ইসলামী ভাই স্বপ্নে দেখেছে যে, তার রক্ত বমি হচ্ছে ও তার স্ত্রী স্বপ্নে দেখছে যে, তার বাচ্চাকে তার কাছ থেকে নিয়ে কেউ পালিয়ে যাচ্ছে, এই স্বপ্নটি ফজরের আযানের সময় দেখেছিলো।

**ব্যাখ্যাঃ** আল্লাহ পাক দয়া করুক এটা পরীক্ষার নিদর্শন, অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, বাচ্চা অপহরণ হয়েছে, যাই হোক যদি ঘরে ছোট বাচ্চা থাকে তবে তাদের যত্ন ও নিরাপত্তার প্রতি পরিপূর্ণ সজাগ থাকুন। আল্লাহ পাকের পথে সদকা করুন, اِنْ شَآءَاللّٰه এই সদকা পরিবারের সকল সদস্যের জন্য বরকতের কারণ হবে।

**স্বপ্নঃ** স্বপ্নে যদি উট নিজের পিছু নিতে দেখে তবে তার ব্যাখ্যা কি?

**ব্যাখ্যাঃ** এমন স্বপ্ন দুঃখ ও কষ্টের নিদর্শন, আর কখনো অসুস্থ হওয়ার সম্ভবনাও রয়েছে। হতে পারে যে স্বপ্নে দেখেছে সে কোন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে, সুতরাং নিজের কাজকে দেখে শুনে সম্পাদন করে সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ নিন, পানাহারে সাবধানতা অবলম্বন করুন, ঐ সকল কাজ থেকে দূরে থাকুন, যা অসুস্থতার কারণ হতে পারে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যেক নামাযের পর দোয়াও করুন اِنْ شَآءَاللّٰه আল্লাহ পাক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।

**স্বপ্নঃ** স্বপ্নে মৃত মহিলাকে অভিনব পোশাক ও মেকআপ অবস্থায় দেখা কেমন?

**ব্যাখ্যাঃ** যদি কোন মন্দ বা খারাপ পরিবেশে না দেখে, জায়িয পদ্ধতিতে পোষাক ও সুন্দর পরিবেশে দেখে তবে এই মৃতের ভালো অবস্থার চিহ্ন, কেননা কোন মৃতকে ভালো অবস্থায় ও খুশিতে দেখা ভালো নিদর্শন।

**স্বপ্নঃ** আমার নাম মুযাম্মেল আত্তারী আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি ঘরে ছিলাম এবং আঙ্গিনায় দুইটি তরমুজ রাখা ছিলো, একটি বড়, আরেকটি ছোট, কিছুক্ষণ পর যখন দেখলাম তখন যেটা ছোট ছিলো তার মাঝখান থেকে উপর পর্যন্ত খোসা তুলে নেয়া হয়েছে অথচ নিচের খোসা তোলা হয়নি আর তার রং লাল এবং এতো মিষ্টি লাগছিলো যে, খেতে মন চাচ্ছে। তার উপর শিশিরের ন্যায় ফোঁটা আছে, এতোটুকুতেই তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গিয়েছিলো, আমার শিক্ষক যখনই ঘরে প্রবেশ করে তখনই আমার চোখ খুলে যায়।

**ব্যাখ্যাঃ** ভালো স্বপ্ন, মৌসুমী মিষ্টি তরমুজ দেখা স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির নিদর্শন, অসুস্থের জন্য আরোগ্য, দূর্বলদের জন্য প্রেরণার নিদর্শন, যদি ইলমে দ্বীনের কোন ছাত্র তা দেখে তবে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সহজতা লাভের প্রমাণ বহন করে, উপায় অবশ্যই মেনে চলুন।

# অক্ষর সাজান!

**প্রিয় বাচ্চারা!** আল্লাহ পাক দোযখ কাফেরদের জন্য বানিয়েছেন, শুধু কাফেররা সর্বদা তাতে থাকবে, কাফেরদেরকে এক সেকেন্ডের জন্যও বাইরে বের করা হবে না। যে মুসলমান হিসেবে বড় হবে, গুনাহের কাজ করবে, সেও দোযখে যাবে যখন তার শাস্তি শেষ হয়ে যাবে এরপর সে জান্নাতে চলে যাবে। দোযখে শুধু কাফেররাই থাকবে, দোযখে অনেক কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে, সেখানে বড় বড় সাপ দংশন করবে, আহার করার জন্য কাঁটাযুক্ত গাছ, পান করার জন্য রক্ত এবং অনেক বেশি গরম পানি দেয়া হবে। দোযখকে আরবীতে "জাহান্নাম" বলে। দোযখের জন্য এই নামগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে: (১) জাহান্নাম (২) লাযা (৩) হুতামা (৪) সায়ীর (৫) সাকার (৬) জাহীম (৭) হা'বীয়া।

আপনাদের উপর থেকে নিচে, ডান থেকে বামে অক্ষর মিলিয়ে ৭টি নাম খুঁজতে হবে, যেমন; ছকে "দোযখ" শব্দটি খুঁজে দেখানো হয়েছে। এবার এই নামগুলো খুঁজে বের করুন:

১. জাহান্নাম ২. লাযা ৩. হুতামা ৪. সায়ীর
৫. সাকার ৬. জাহীম ৭. হা'বীয়া

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | মু | ছ | গ | প | জ | নি | হু | ব |
| কা | ত | জা | হা | ন্না | ম | কৃ | তা | দ |
| র | রি | লা | মা | স | ক | পা | মা | লী |
| ঢ | থী | দো | য | খ | ক্কা | নী | ড় | ম |
| লা | দ | য় | প | ট | অ | হা | বী | য়া |
| যা | ক | ম্মু | ষা | জা | তা | লি | মা | র |
| আ | পে | ল | ম | হী | ন | রা | প | শু |
| সা | য়ী | র | কি | ম | আ | বা | ল | র |

# মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত

## নতুন দু'টি কিতাব

## ইসলামী পর্দা

এতে আপনারা জানতে পারবেন:

চাদর ও চার দেয়ালের শিক্ষা কে দিয়েছে?
ইসলামী পর্দা কি উন্নতির পথে বাঁধা?
বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাফনেরও পর্দা!
"মহিলাদের স্বাধীনতার" স্লোগান দাতাদের কাছ থেকে বেঁচে থাকুন
পর্দানশীল মেয়েদের কি বিয়ে হয় না?

## ৫৫০টি সুন্নাত ও আদব

এতে আপনারা জানতে পারবেন:

প্রতিবেশির ব্যাপারে ১৫টি সুন্নাত ও আদব
মেহমানদারীর ৩০টি সুন্নাত ও আদব
আকীকার ২৫টি সুন্নাত ও আদব
নাম রাখারে ব্যাপারে ১৮টি সুন্নাত ও আদব
কবরস্থানে হাজিরীর ২১টি সুন্নাত ও আদব

**আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন**


### মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINA
মাকতাবাতুল মদীনা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net

01180401